CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-296 ■ 26 July, 2026 ■ আগরতলা ২৬ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৯ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা

শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্বে প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শনিবার তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, গত ১০ দিনের ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে এবং পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে দেশের পরিস্থিতির সুযোগ যাতে কোনও দেশবিরোধী শক্তি নিতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে লেখা পদত্যাগপত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, দেশের যুবসমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা রক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার অটুট থাকবে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ওপর আস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। সম্প্রতি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জোরদার হয়। সেই প্রেক্ষাপটেই নিজের নৈতিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন, গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষা সংস্কারের জন্য কাজ করেছি। আমি বিশ্বাস করি, একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দূরদর্শী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি।

তিনি বলেন, দেশের যুবসমাজের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং সেই স্বপ্ন পূরণ করাকে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশসেবার সুযোগ পাওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পরই কেন্দ্র সরকার দ্রুত তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয়, পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী বছর থেকে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ কম্পিউটার-ভিত্তিক (সিবিটি) পদ্ধতিতে নেওয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়েছে।তিনি বলেন, ২০ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে 'হোল-অব-গভর্নমেন্ট' পদ্ধতিতে পুনঃপরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় ২১ জুন, ২০২৬-এ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়।

ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমি এই ঘটনার দায়িত্ব নিয়েছি। কোনও মেধাবী ছাত্রের ভবিষ্যৎ যাতে পরীক্ষা মাফিয়াদের কারণে নষ্ট না হয় এবং

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার সিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তৃতীয় দফার বৈঠকের পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। শনিবার নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় কেন্দ্র ও সিজেপির প্রতিনিধিরা যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা দেন।

সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করা হয়েছে। তিনি আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভস্থল খালি করার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, আন্দোলনের উত্থাপিত দাবিগুলি বিবেচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা জানান, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। পাশাপাশি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর আত্মহত্যা করা পড়ুয়াদের পরিবারগুলির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণও শীঘ্রই নির্ধারণ করা হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ সিজেপি জানিয়েছে, তাদের ৫ দফা পরীক্ষা সংস্কার সনদ সরকার বিবেচনা করবে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদের তিন দাবি কোন আপস নয় ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস)।। নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে জন্তর মন্তরে চলা আন্দোলনস্থলে শনিবার অনশনরত ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পরে তিনি বলেন, ছাত্রদের তিনটি দাবি 'আপসহীন' এবং গ্রেফতার বা সরকারের হুমকি সত্ত্বেও তারা আন্দোলন থেকে সরে আসবে না।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী জানান, আন্দোলনকারী ছাত্ররা সরকারের সামনে তিনটি 'অ-আলোচনাযোগ্য' দাবি রেখেছেন। সেগুলি হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণ, আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা।

প্রথম দাবির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরাতেই হবে। তাঁর অভিযোগ, 'ধর্মেন্দ্র প্রধান দুর্নীতি, অযোগ্যতা এবং দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের প্রতীক। তাঁকে অন্য কোনও মন্ত্রকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তা দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অন্য কোথাও পাঠানোর কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতেই হবে।'

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপেরও তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর দাবি, লাঠিচার্জে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন এবং যাঁরা এই অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, 'এই গোটা ব্যবস্থার নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন, সেই নরেন্দ্র মোদীকে দেশের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে যা করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছাত্রদের আন্দোলনে অংশ না নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে ছাত্রদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমি ছাত্রদের বলেছি, কোনও চিন্তা করো না। সরকারের যত শক্তিই থাকুক, তোমাদের সেখান থেকে সরাতে পারবে না।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেন, 'যা খুশি করুনআটক করুন, হুমকি দিন, আমরা পিছিয়ে আসব না। ছাত্ররাও পিছিয়ে আসবে না। ওরাই ভারতের ভবিষ্যৎ। ভারতের অতীত ভবিষ্যতের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারে না।'

জাতীয় স্বার্থেই অগ্রাধিকার ধর্মেন্দ্র'র পাশে বিজেপি নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর তাঁর সিদ্ধান্তকে 'জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার দৃষ্টান্ত' বলে উল্লেখ করলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘ জনজীবনে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নিঃস্বার্থ সেবা ও নৈতিক অবস্থানেরই প্রতিফলন এই পদত্যাগ।

দেশজুড়ে পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চলা বিক্ষোভের মধ্যেই শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম "এক্স"-এ বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন লেখেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধান দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এনেছেন এবং সফলভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জনজীবনে সততা ও নিঃস্বার্থ সেবার সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই সিদ্ধান্তে দল তাঁর পাশে রয়েছে। পাশাপাশি তিনি ধর্মেন্দ্র প্রধানের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছাও জানান।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান জনজীবনের প্রতিটি দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণ অঙ্গীকারের সঙ্গে পালন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক অর্থবহ সংস্কারের সূচনা করেছেন।

রেখা গুপ্তের মতে, ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টিসব ক্ষেত্রেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবদান উল্লেখযোগ্য।

একই সুরে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ তাঁর চার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মেন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন দিশা এসেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও নতুন দিশা এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।

শনিবার এক বার্তায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আত্মনির্ভর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধানজি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি নতুন দিশা, স্পষ্ট লক্ষ্য এবং নতুন উদ্দেশ্য দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ শুধু নীতিগত পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ভবিষ্যতের বৈশ্বিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আত্মনির্ভর শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ড. মানিক সাহা বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান দেশের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডারকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান পরম্পরার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটেছে। একই সঙ্গে শিক্ষাকে দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে যুবসমাজ বিশ্ব প্রতিযোগিতার জন্য আরও প্রস্তুত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব পালনের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আধুনিক অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী ভারতের কর্মশক্তিকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ড. সাহা আরও বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত নেতা ও কৌশলবিদ, যাঁর জনকল্যাণ ও সুশাসনের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সুস্বাস্থ্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং জনজীবনে আরও সাফল্য কামনা করেন।

আন্দোলনের চাপে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে ছাত্র আন্দোলনের চাপের ফল বলে দাবি করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়ায় মানিক সরকার বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্র-যুবসমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের চাপেই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রথমদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টি নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হলেও আন্দোলনের চাপে সেই অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

মানিক সরকার বলেন, ছাত্র আন্দোলনের চাপেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এই পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে নানা বক্তব্য দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয়নি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মধ্যরাতে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সংসদে এই ইস্যুতে কোনও বক্তব্য না রেখে মধ্যরাতে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেওয়া আসলে তাঁদের দুর্বলতার লক্ষণ। মানিক সরকারের দাবি, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষার স্বচ্ছতা এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচনা করা উচিত ছিল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অনিয়মের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে।

মানিক সরকার বলেন, এর ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

ঐতিহাসিক জয় আশিস সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের আন্দোলনের "ঐতিহাসিক জয়" বলে দাবি করলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (টিপিসিসি) সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশিস সাহা বলেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে চলা দীর্ঘ আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্র সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি দাবি করেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম এবং বিশেষ করে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে গত এক মাস ধরে দেশজুড়ে ছাত্র ও যুবসমাজের আন্দোলন চলছিল।

আশিস সাহা অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, এর ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবিতে কংগ্রেস

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনস্বার্থ ইস্যুতে আগষ্টে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনখড়ের রহস্যজনক মৃত্যু, জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকদের সংকটসহ একাধিক জনস্বার্থের ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল সিপিআই(এম)। আজ সিপিএমের দুই দিনব্যাপী রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির কথা জানান সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি জানান, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক ও গণআন্দোলনের পথে যাবে দল।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্য কমিটির বৈঠকে ত্রিপুরার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জিতেন্দ্র চৌধুরী সম্প্রতি প্রয়াত রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনখড়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনুরাগ ধনখড় একজন অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ সর্বভারতীয় পরিষেবার আধিকারিক ছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে দাবি করে বিরোধী দলনেতা বলেন, বিষয়টির সত্য উদঘাটনের জন্য হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

তিনি অভিযোগ করেন, ডিজিপির মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন পর্যায়ে যে বক্তব্য সামনে এসেছে, তার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র আন্দোলনের জয়কে স্বাগত জানিয়ে শহরে এসএফআই'র মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। ছাত্র আন্দোলনের জয়কে স্বাগত জানিয়ে আগরতলায় মার্শাল রেলি কটল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদকসহ সিপিআই(এম)-এর অন্যান্য নেতৃত্ব ও ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা।

জিতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর সরকার গঠনের পর দেশে অরাজকতা চলছে। ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে ঢেলে দিয়েছে। ফলে, দেশজুড়ে ছাত্র ও যুবসমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্র সরকার শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম, বিশেষ করে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত এক মাস ধরে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন চলছিল বলে জানান তাঁরা।

তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে ছাত্র

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবদান প্রশংসনীয়

পদত্যাগে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা অভিষেক ও প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের প্রেক্ষিতে তাঁর দীর্ঘদিনের জনসেবা, শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান এবং নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

অভিষেক দেবরায় বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন দিশা ও গতি পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর সফল বাস্তবায়ন, ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় এবং যুবসমাজকে দক্ষ ও বিশ্বমানের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা বিকাশের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নিরলস প্রচেষ্টা অনুকরণীয়। দেশের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদান ও জনসেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অভিষেক দেবরায় তাঁর সুস্বাস্থ্য, সাফল্য এবং

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র সংগঠনের ডাকা বিহার বন্ধ ঘিরে অশান্তি, বিক্ষোভ সংঘর্ষে ব্যাঘাত জনজীবন

পাটনা, ২৫ জুলাই (আইএএনএস) ।। ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা বিহার বন্ধকে ঘিরে শনিবার পাটনায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শহরের একাধিক এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও বিক্ষোভ ও অবরোধের খবর মিলেছে। শনিবার সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও বিক্ষোভকারী গান্ধী ময়দানের কাছে জড়ো হয়ে বন্ধের সমর্থনে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল কথিত নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপের প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। (উল্লেখ্য, মূল প্রতিবেদনে পদত্যাগের দাবি উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে তিনি ইতোমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন।

রামগুলাম চক এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের দাবি, কিছু বিক্ষোভকারী ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। সংঘর্ষের জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে।

বিক্ষোভকে আরও তীব্র করতে কয়েকজন আন্দোলনকারী মোবাইল টাওয়ারে উঠে পড়েন। এরপর প্রশাসন নিরাপত্তা আরও জোরদার করে। গান্ধী ময়দান, রামগুলাম চক, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাজনৈতিক মাত্রাও পায় এই আন্দোলন। বিহার বন্ধের সমর্থনে জাতীয় পতাকা হাতে গান্ধী ময়দানে উপস্থিত হন তেজ প্রতাপ যাদব। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং রাষ্ট্রীয় যুব আন্দোলন-সহ একাধিক ছাত্র সংগঠনের ডাকে এই বন্ধ পালন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা, পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগের তদন্ত। এদিকে লখিসরাই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 26-07-2026, 00:30

জাগরণ
আগরতলা ২৬ জুলাই, ২০২৬ ইং
৯ শ্রাবণ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দেশে সংস্কার প্রয়োজন

পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির বার্তা দিয়াছেন সোনম ওয়াংচুক। পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ নিয়া ২৬ দিনের দীর্ঘ অনশন শেষে কেন্দ্র সরকারের থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর এই বার্তা দেন শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। আন্দোলন ও ইস্তফার বিষয়ে তাঁহার মূল বার্তা ও অবস্থানগুলি হইলো:কেবল পদত্যাগে সমাধান নয়। শুধু শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, তাহার বদলে পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও মৌলিক সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। অনশন ভাঙার পর তিনি একে ' অনশনের সমাপ্তি, জবাবদিহিতার সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেন।সংসদে পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদ ও প্রশ্নফাঁস নিয়া বিশেষ আলোচনা, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর কোনো আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে সরকারের আশ্বাসে তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন।

নিট আন্দোলন ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর সরকারের বিরুদ্ধে আরও বড় বার্তা দিলেন বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী তথা সমাজ সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক। ছাত্র আন্দোলনের চাপের মুখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করিলেও, একেই শেষ কথা মানিতে নারাজ তিনি। সোনমের সাফ কথা, কেবল একটি ইস্তফায় গোটা দেশের ছবি বদলাইয়া যায় না। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি কেন্দ্রকে এবার সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ধরন বদলানোর কথাও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবিতে হইবে।গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কের প্রতিবাদে 'ককরোচ জনতা পার্টির'পাশে দাঁড়াইয়া ছাত্রসমাজের অধিকারের দাবিতে অনশন চালাইয়া যান সোনম ওয়াংচুক। গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের আশ্বাসে অনশন ভঙ্গ করেন তিনি। এরপর শনিবার পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই ঘটনাকে 'গণতন্ত্রের জয়' আখ্যা দিয়া এক্স হ্যান্ডেলে সোনম লেখেন, 'শান্তি, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের জয় হইযয়াছে। ভয় না পাইয়া দেশের প্রতিটি কোণ থেকে গর্জে ওঠার জন্য সিজেপি ও দেশের জেন জেড প্রজন্মকে জানান অভিনন্দন।'

তবে এখানেই আন্দোলন শেষ হইয়া যাইতেছে না বলিয়া স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন সোনম। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, সরকারের সাড়া মেলায় আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলেও, আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল স্বচ্ছতা আনা। তাঁহার কথায়, 'যেখানে ভয় রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। ভালোবাসা ও ভরসা দিয়া দেশ চালাইতে হইবে। অন্যায় বরদাস্তা না করিয়া সত্যের পথে চলিবার মানসিকতা তৈরি করিতে হইবে।'এদিকে, কেন্দ্রের সঙ্গে সিজেপির প্রতিনিধিদলের তৃতীয় দফার বৈঠক সফল হওয়ার পর আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন সংগঠনের মুখপাত্র সৌরভ দাস। তিনি জানান, সরকারের আশ্বাসের ওপর ভরসা রাখিয়া আন্দোলনকারিরা বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। আগামী চার সপ্তাহ পর পরবর্তী আলোচনায় বসা হইবে। তবে সোনম ওয়াংচুকের এই নতুন দাবি দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়াছে।

নিট পরীক্ষা নিয়া দেশজুড়িয়া যে বিক্ষোভ শুরু হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই দাবানলের আকার নিয়াছিল। বিতর্ক আর বিক্ষোভ চলছিল। আর তাহা ক্রমেই বড় আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহার মধ্যেই শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করিলেন। লাগাতার ছাত্রদের আন্দোলন আর বিরোধী রাজনৈতিক চাপ সামলাইতে না পারিয়া, শেষমেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু শুধু পদত্যাগ করিয়াই থামেননি, চিঠিতে নিজের অবস্থানও বেশ জোর দিয়া লিখিয়াছেন।পদত্যাগের পরে দেশের সকল যুবকদের উদ্দেশ্যে ২ পাতার চিঠিতে জানাইয়াছেন, আন্দোলনকে হাতিয়ার করিয়া রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি যাহাতে সুযোগ নিতে না পারে এবং পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যাহাতে আইনি জটিলতায় আটকিয়া না যায়, সেই কারণেই তিনি মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়া দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।যন্তর মন্তরের টানা বিক্ষোভ ও সার্বিক পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি লিখেন, 'গত ১০ দিনের ঘটনাক্রম দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত। এটি আমার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির বিষয় নয়। ভারতমাতার যুবশক্তিই এই দেশের আসল শক্তি। যন্তর মন্তরে এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তে যে পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তাহার সুযোগ যেন কোনও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি নিতে না পারে, দেশের ঐক্য যেন অটুট থাকে এবং আমাদের সন্তানরা যাহাতে আইনি জটিলতায় না জড়াইয়া পড়ালেখা ও ভবিষ্যতের দিকে মন দিতে পারে এই সব দিক বিবেচনা করিয়াই তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।তিনি আরও জানান, ৩ মে ২০২৬-এর নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠিবার পরপরই সরকার স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিল এবং পরীক্ষা বাতিল করিয়া পুনরায় আয়োজন করা হয়। এমনকি আগামী বছর থেকে পরীক্ষাটি সিবিটি বা কম্পিউটার নির্ভর করিবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হইয়াছে।পদত্যাগপত্রের দ্বিতীয় পাতায় ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজের ক্ষোভও গোপন করেননি। মনে করাইয়া দেন, বিগত ১০ দিনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি ভীষণ কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহার কথায়, ঘটনার দায়ভার প্রথম দিন থেকেই তিনি নিজের কাঁধে নিয়াছেন, কাউকে সুযোগ দেননি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিতে। ধর্মেন্দ্র প্রধান স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, দেশের যুবসমাজকে বিভ্রান্তির ফাঁদে পড়িতে দেওয়া হইবে না, আর সেই কারণেই পদত্যাগ করিয়াছেন তিনি। দেশবিরোধী শক্তিকে যাহাতে ভোঁতা করিয়া দেওয়া যায় সেই কারণেই এই পদক্ষেপ নিয়াছেন বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বৃষ্টির বাধা কাটিয়ে কমলপুরে জাঁকজমকপূর্ণ উল্টো রথযাত্রা

আগরতলা, ২৫ জুলাই: প্রবল বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে শুরু করা না গেলেও শুক্রবার রাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কমলপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয় সুসজ্জিত উল্টো রথযাত্রা।

জানা গেছে, আজ বিকেলে বৃষ্টির কারণে সময়মতো রথ বের করা সম্ভব হয়নি। পরে বৃষ্টি থেমে গেলে রাত প্রায় ৮টা নাগাদ কমলপুরের মোহনপুর, রূপসপুর ও গোয়ালমারা এলাকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষজন মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে ছয়টি সুসজ্জিত রথে করে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

রথযাত্রা উপলক্ষে কমলপুর শহরজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ ও ভক্তির আবহ তৈরি হয়। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ এই উল্টো রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শহর পরিক্রমা শেষে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ কমলপুর বাস টার্মিনাল এলাকায় ছয়টি সুসজ্জিত রথ এসে জমায়েত হয়। রথের দড়ি টানতে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মপ্রাণ মানুষজন মানত পূরণ করতে বিভিন্ন ফল-ফলাদি ও সামগ্রী দিয়ে লুট প্রদান করেন।

উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা বলেন, গতবারের তুলনায় এবছর দুটি রথ বেশি হয়েছে। সুশৃঙ্খলভাবে হাজার হাজার মানুষ এই রথযাত্রায় অংশ নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কমলপুর শহরে নিয়ম মেনে বড় আকারে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে এই উৎসবকে এক মিলনমেলায় পরিণত করেন।

তরবারির জোরে নয়, আরব বণিকদের মাধ্যমে যেভাবে ভারতে এসেছিল ইসলাম

মির্জা এবি বেগ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল ৭১২ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনামলে যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধ আক্রমণ করেছিলেন, অর্থাৎ তরবারির শক্তির ওপর ভর করেই ভারতে ইসলামের আগমন হয়েছিল। তবে অনেক পণ্ডিত এই ধারণার সঙ্গে সহমত নন। ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন ইসলামের আগমন কোনো একক ঘটনার ফল নয়; বরং এটা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণাম।

ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং তার সমর্থনে বিভিন্ন তত্ত্বও পেশ করেন।

এরই মধ্যে অন্যতম মতবাদ হলো, ভারতে ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বাণিজ্য। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত মশলার জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। মশলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল গোল মরিচ বা কালো মরিচের। আরব দেশ থেকে শুরু করে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় গোল মরিচের সুনাম। গোল মরিচের ব্যবসা সম্পর্কে বিশদে বোঝার জন্য আমরা কেরালার কোচি শহর হয়ে কোদুঙ্গাল্লুরে পৌঁছেছিলাম। স্থানীয় তথ্য অনুযায়ী, এক সময় এখানেই ছিল প্রাচীন মুজিরিস বন্দর। পনেরশো শতাব্দীর বিধ্বংসী বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এই বন্দর। কেরালা যাওয়ার আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং মধ্যযুগীয় ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদ সৈয়দ জাহির হুসেইন জাফরির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম।

তার মতে, আরব সাগর ছিল বঙ্গোপসাগরের তুলনায় শান্ত। ইতিহাসবিদ জাফরির মতে, এই সাগরে যদি একটা খড় বা কাঠের টুকরোও ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলেও সেটা আরব ও ওমান উপকূলে পৌঁছাতে পারত।

দীর্ঘদিন ধরে এই সমুদ্রপথে আরবদের প্রভাব ছিল। তারা ভারতে আসতেন বর্ষার সময়ে। এখানে কিছুদিন কাটিয়ে বর্ষা শেষে আরবে ফিরে যেতেন। অধ্যাপক জাফরির মতে, এই সমুদ্রপথ দিয়েই শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছিল আরবরা। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ সুলেমান নদভী তার বই "আরব ওয়াহ হিন্দ কে তাল্লুকাৎ", বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় আরব ও ভারতের সম্পর্ক, সেখানে লিখেছিলেন, 'ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একসময়ে এটা সম্পূর্ণভাবে আরবদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বছর আগে যখন গ্রীকরা মিশর জয় করে, সেই সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এই সমুদ্রপথ।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, 'যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর পর, যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং আরবদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেই সময়ে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে, মিশর থেকে স্পেন পর্যন্ত তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একইসঙ্গে তারা ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণও নেয়। ফলে, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ আরবদের হাতে চলে যায়, আর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে এই বাণিজ্য পথটি।' অধ্যাপক জাফরির মতে, ভারতে থাকাকালীন অনেক আরব ব্যবসায়ী স্থানীয় নারীদের বিয়েও করেছিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে এই দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে দক্ষিণ ভারতে "মাপ্পিলা মুসলিম" নামে এক মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে।

ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব--- দক্ষিণ ভারতে মুসলমানরা ঠিক কোন সময়ে এসেছিলেন, তা সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন, কারণ এর সমর্থনে খুব কমই ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। আরবের নাবিকরা তাদের সফরের বিষয়ে কোনো লিখিত নথি রেখে যাননি। তারা যে সমস্ত ভবন তৈরি করেছিলেন সেখানে খোদাই করা কোনো শিলালিপি নেই। তবে যদি কোনো শিলালিপি থেকেও থাকে, ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের আগমন এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সংঘাতের সময়ে সেসবের বড় অংশই সম্ভবত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিলো। রাজনীতিবিদ ও লেখক শশী থারুর প্রায়শই উল্লেখ করে থাকেন যে, ইসলামের আগমনের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই আরবের বণিক এবং নাবিকরা মালাবার উপকূলে যাতায়াত করতেন। তার মতে, ভারতে যে সময় ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তা তলোয়ারের জোরে কেরালায় পৌঁছায়নি, বরং পরিচিত ও বিশ্বস্ত আরব বণিকদের হাত ধরে ওই অঞ্চলে ইসলাম এসেছিলো, যারা ইতোমধ্যে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিলেন। পাশাপাশি কেরালার হিন্দু রাজা চেরামন পেরুমলের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার গল্পও এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণার অংশ। আমরা খুব ভোরে কেরালার ফোর্ট কোচি থেকে কোচি হেরিটেজ প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা ইয়োহান বেন্নি কুরুভিলা এবং আমাদের চিত্রগ্রাহক বিমল থাঙ্কাচানের সঙ্গে কোদুঙ্গাল্লুরের পেরিয়ার নদীর তীরে পৌঁছাই।

সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কোট্টায়ামের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়া-আরব কালচার সেন্টারের সাবেক পরিচালক এমএইচ ইলিয়াস।

দক্ষিণ ভারতে ইসলাম

প্রফেসর ইলিয়াসের মতে, দক্ষিণ ভারতে ইসলামের আগমন সম্পর্কে চারটি প্রধান তত্ত্ব রয়েছে। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী, ইসলামের নবীর জীবদ্দশাতেই ইসলাম প্রাচীন মুজিরিস বন্দর দিয়ে ভারতে পৌঁছেছিল। এই দাবির সমর্থনে চেরামন জামা মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়। এটা ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মালিক বিন দিনারের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মসজিদের শিলালিপিতেও এর উল্লেখ রয়েছে। তবে ইতিহাসবিদদের অনেকেই নির্দিষ্টভাবে তারিখ সম্পর্কে মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর কারণ কোথাও মালিক ইবনে দিনারকে "সাহাবী" হিসেবে গণ্য করা হয়, কোথাও আবার তাকে "তাবাঈনে"র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাহাবী বলতে তাদেরই বোঝায় যারা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, আর তাবাঈন হলেন তারা, যারা ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবীদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। কোদুঙ্গাল্লুরের হিন্দু রাজা চেরামন পেরুমলকে আরব বণিকরা জানিয়েছিলেন যে, আরবে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর রাজা আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সেখানে নবীর সাক্ষাৎ পান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতে ফেরার সময় ওমানের সালালাহ শহরে তার মৃত্যু হয়েছিল। সেখানে তাকে কবর দেওয়া হয় বলেও দাবি করা হয়।

অন্যান্য তত্ত্ব— প্রফেসর ইলিয়াসের মতে, দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে, ইসলামের নবী মোহাম্মদের সঙ্গে চেরামন পেরুমলের দেখা হয়নি এবং ওমানে তার মৃত্যু হয়।

তবে দুই তত্ত্বেই এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিক বিন দিনারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো। তিনি তার উত্তরসূরিকে একটা চিঠিও পাঠান যেখানে মালিক ইবনে দিনার ও তার সঙ্গীদের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার কথা উল্লেখ করা ছিল। মালিক বিন দিনার যখন মুজিরিস বন্দর তথা অধুনা কোদুঙ্গাল্লুরে এসে পৌঁছান, তখন রাজার উত্তরসূরি তাকে স্বাগত জানান। এছাড়া মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রাসাদের কাছে জমিও দেওয়া হয়। এই মসজিদ আজও বিদ্যমান। প্রফেসর ইলিয়াসের কথায়, 'আরবরা এখানে মূলত মশলা, বিশেষত গোল মরিচের ব্যবসা করতে এসেছিল। তবে শুধু ইসলামই নয়, তারা সঙ্গে করে অন্যান্য কিছুও এনেছিলেন।'

'উদাহরণস্বরূপ, হিসাব করার এবং ওজন মাপার বিভিন্ন পদ্ধতি, যা আজও ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ভালো নৌকা ও জাহাজ নির্মাণের কৌশলও শিখিয়েছিলেন তারা।'

গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার মাঝেই আমরা পৌঁছেছিলাম সেই ঐতিহাসিক মসজিদে। তখন দুপুরের নামাজের সময়।

মসজিদের ইমাম সেলিম নদভির সঙ্গে দেখা করি আমরা। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাদওয়াতুল উলেমা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মসজিদ সংলগ্ন বারান্দায় মালিক ইবনে দিনারের ছেলে ইউসুফ বিন দিনার ও তার স্ত্রীর কবর রয়েছে। মালিক ইবনে দিনার এবং তার সঙ্গীরা সেই সময় এই অঞ্চলে প্রায় দশটা মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মালিক বিন দিনারের সমাধি এখান থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে আরব সাগরের উপকূলে কাসারগোডে অবস্থিত বলে জানা যায়। প্রফেসর ইলিয়াসের মতে, বিভিন্ন তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও সবাই এই বিষয়ে একমত যে রাজা চেরামানের হাত ধরেই ভারতে ইসলামের বিস্তার হয়েছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্য পথে আরব বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। তারা সঙ্গে করে শুধু পণ্যই আনেনি, নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যও বয়ে এনেছিলেন। কেরালা ও গুজরাতের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানীয় শাসকরা এই ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানান। মসজিদ নির্মাণ ও বসতি স্থাপনের অনুমতিও দেওয়া হয় তাদের।

যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাব এই বিষয়ে একটা তত্ত্ব বলছে, আরবদের "যুদ্ধজয় এবং রাজনৈতিক সম্প্রসারণ"-এর সঙ্গেও ভারতে ইসলামের প্রচলনের সম্পর্ক রয়েছে।

সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রথম বড় রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছিল ৭১২ খ্রিস্টাব্দে, যে সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরব সেনাবাহিনী সিন্ধ এবং মুলতান দখল করে। পরবর্তীকালে গজনী ও ঘোরী শাসকদের আক্রমণের হাত ধরে দিল্লির সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন হয়। প্রাচীন ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ একে 'তলোয়ারের দ্বারা ইসলামের আগমন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকদের মতে, এই জয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা নয়। আধুনিক গবেষকদের মতে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়ার বেশিরভাগই ধীরে ধীরে ঘটেছিল এবং তার পেছনে ছিল সামাজিক কারণ। সুফিদের প্রভাব অধ্যাপক সৈয়দ জাহির হুসেইন জাফরি বলেন, "দ্য গ্রেভস অব তারিম" বইটি প্রকাশের পর জানা যায়, ইয়েমেন ও হাদ্রামাউত, বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ যেখানেই পৌঁছেছেন সেখানেই মসজিদ, সমাধি ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের বিস্তারের আগে থেকেই এই কেন্দ্রগুলো শান্তিপূর্ণ, ধর্মীয় ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল যেখান থেকে ধর্মীয় প্রচার করা হতো। এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সুফি-সন্তদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এখান থেকে শুধু বাণিজ্যই নয়, আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রচার হতো যা ক্রমে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়। একাদশ শতকের পরে, চিশতি, সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য সুফি-সন্তরা ভারতের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুফি খানকাহ ও দরগাহগুলো আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেব আবির্ভূত হয় যেখানে সব ধর্মের লোকেরা পরিদর্শন করতেন। আজমেরের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগাহ এর একটা প্রধান উদাহরণ, যেখানে হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে যান। এইভাবে ভারতে ইসলামের প্রসারে সুফি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যাপক জাফরির মতে, ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ন্যায়বিচারের নীতিগুলো সামাজিক স্বীকৃতি এবং সম্মান অর্জনের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

তবে আধুনিক গবেষকরা এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে সেই সমস্ত অংশে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে বর্ণ প্রথা দেশের অন্যান্য অংশের মতো প্রবল ছিল না।

কৃষি ও রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ— এই প্রসঙ্গে একটা তুলনামূলকভাবে নতুন তত্ত্ব হলো "কৃষি সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ", যা উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটনের মতো পণ্ডিতরা।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার মূলত কৃষি উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী শাসকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সুফি খানকাহ ও মসজিদগুলিকে অনুর্বর বা ফাঁকা জমি প্রদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কৃষি বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী কৃষকরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করেন কারণ তারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা অংশ হয়ে উঠেছিলেন। এই সমস্ত তত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তার কোনো একটা কারণে ঘটেনি। বরং, একাধিক ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণের সংমিশ্রণের ফলে এর বিস্তার ঘটে। বাণিজ্য, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, রাজনীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সবই একত্রিত হয়ে একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলো, যা এই অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ইসলামাবাদ চুক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যের মরীচিকা

শান্তির খোঁজে সিলিকন বনাম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

চলতি ২০২৬ সালের শুরুতেই বিশ্ব এক চরম ভূ-রাজনৈতিক বিস্ফোরণের সাক্ষী হয়েছিল। গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরাইলি বাহিনীর যৌথ বিমান হামলা বা 'অপারেশন এপিক থিওরির' মাধ্যমে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলীখামেইনই-এর মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল; মধ্যপ্রাচ্য হয়তো এক দীর্ঘস্থায়ী মহাযুদ্ধের গ্রাসে চলে গেল। বিশ্ব অর্থনীতি থমকে গিয়েছিল; যখন পাল্টা জবাবই ইরান ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি পথ--- 'স্ট্রেইট অফ হরমুজ' বা হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের তীব্র ধ্বংসলীলা ও বিশ্ব বাজারে তেলের তীব্র সংকটের পর; জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে জল গড়াল এক অভাবনীয় কূটনৈতিক টেবিলে। ফ্রান্সের

ভার্সাই প্রাসাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তেহারানে বসে ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান সই করলেন 'ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক'। কিন্তু প্রশ্ন হলো; চার মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি কি সত্যিই দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা আনবে; নাকি এটি কেবলই এক সাময়িক মরীচিকা? এই নতুন সমীকরণের গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে দুই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা গুলো খতিয়ে দেখা দরকার। ইরানের অর্থনীতি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং অভ্যন্তরীণ গণ-বিক্ষোভের জেরে এমনিতেই খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রিয়ালের রেকর্ড পতন এবং লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে এই যুদ্ধ তেহেরানের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছিল।। অন্যদিকে; ওয়াশিংটনের হিসাবও খুব সহজ ছিল না। মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে ইতিমধ্যে এই যুদ্ধে শতকোটি ডলারের বেশি খরচ হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট ও মুদ্রাস্ফীতির রুখতে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছিল। ফলে; পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এবং কাতার ও উপসাগরীয় দেশগুলির সক্রিয় ভূমিকায় দুই পক্ষই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হতে বাধ্য হয়। ইসলামাবাদ চুক্তির মূল স্তম্ভ হলো ইরান হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখবে এবং জাতিসংঘের পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA)পরিদর্শকদের তাদের পরমাণু কেন্দ্রে পুনরায় প্রবেশাধিকার দেবে। বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল রপ্তানির ওপর থেকে ৬০ দিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে এবং কাতারে আটকে থাকা ইরানি অর্থ অবমুক্ত করবে। কিন্তু এই শান্তিচুক্তির খসড়াতেই লুকিয়ে আছে এক দীর্ঘস্থায়ী জটিলতার বীজ। মার্কিন প্রশাসনের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট তারা ইরানকে স্থায়ীভাবে পরমাণু নির্মাণ থেকে বিরত রাখতে চায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের 'অক্ষশক্তি' বা 'অ্যাক্সিস সব রেজিস্ট্যান্স'-এর ডানা ছেঁটে ফেলতে মরিয়া। কিন্তু ইরানের পররাষ্ট্র নীতি ও ভূ-রাজনৈতিক অস্তিত্ব এই আঞ্চলিক প্রক্সি বা ছায়াযুদ্ধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন; ওয়াশিংটনের সাথে এই সমঝোতার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো লেবাননে হিজবুল্লাহের উপর ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হওয়া। অথচ; ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই চুক্তির অংশীদার হতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। ফলে;যুদ্ধবিরতির কাগজ সই হওয়ার পরেও লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি সেনার মধ্যে চোরা গোপ্তার রেষারেষি চলছেই। হিজবুল্লার একটি ড্রোন বা রকেট যে কোনোমুহূর্তে এই ভঙ্গুর ইসলামাবাদ চুক্তিকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিতে পারে

এখানেই শেষ নয়, এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের (Bilateral Relation) সমীকরণে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে চীন ও রাশিয়ার মতো অক্ষশক্তি। আমেরিকা যখন ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল; তখনো বেইজিং ছিল ইরানের তেলের প্রধান ক্রেতা। এখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সাময়িক শিথিল হওয়ার সুবাদে ইরান চীনের বাজারে আরোও বেশি তেল বিক্রি করে নিজের অর্থনীতি গোছানোর চেষ্টা করবে। ফলে মস্কো- বেইজিং-তেহরানের যে কৌশলগত অক্ষ; তা সহজে ভাঙার নয়। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইঙ্গিত দিয়েছেন যে;ইরানকে অবমুক্ত করা অর্থ মার্কিন কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্য ও সয়াবিন কেনার কাজে ব্যবহার করতে হবে; যা এক ধরনের অর্থনৈতিক চাপ তৈরি কৌশল।

বাস্তবতা হলো; ইরান ও আমেরিকার এই সংকট কেবল দুটি রাষ্ট্রের অহং বা পরমাণু কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি মূলত পশ্চিম এশিয়ায় কার আধিপত্য থাকবে; তার এক দীর্ঘ মেয়াদি দাবার চাল। ট্রাম্প প্রশাসন ভাবছে সামরিক শক্তির প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক অবরোধের সাঁড়াশি চাপে ইরানকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করানো গেছে। কিন্তু পারস্যের দীর্ঘ কূটনৈতিক ইতিহাস বলে; তারা চাপে পড়ে সাময়িক নমনীয়তা দেখালেও নিজেদের কৌশলগত অবস্থান থেকে সহজে সরে আসে না। ইসলামাবাদ যুক্তি এই মুহূর্তে বিশ্বকে এক বড়সড় যুদ্ধ এবং জ্বালানি সংকট থেকে স্বস্তি দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু স্থায়ী শান্তি এখনো সুদূর পরাহত। যতদিন না পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের মূল সমস্যা ইসরাইল- প্যালেস্টাইন সংকট; হিজবুল্লাহর ভবিষ্যৎ এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে একটি সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনা হচ্ছে; ততদিন ইরান-আমেরিকার এই 'ইসলামাবাদ যুদ্ধ বিরতি' কেবল ইতিহাসের পাতায় আরোও একটি অস্থায়ী বিরতি হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে। শান্তির এই ৬০ দিনের অগ্নিপরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কূটনীতি জেতে নাকি বারুদের গন্ধ; তার ওপরেই নির্ভর করছে আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ২৫ জুলাই আগরতলার আইএমএ হাউসে সম্মেলনের আয়োজন করে।

‘সেবাশ্রয়’ কেলেঙ্কারিতে অভিষেককে নিশানা শুভেন্দুর ‘মূলচক্রী ভাতিজা আর জেল থেকে বেরোতে পারবে না’

কলকাতা, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে আগের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে আয়োজিত ‘সেবাশ্রয়’ স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, এই কেলেঙ্কারির ‘মূলচক্রী ভাতিজা’ আর জেল থেকে বেরোতে পারবে না।

ছয় দিনের বর্ধিত বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পুলিশের সিআইডি এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর পৃথকভাবে তদন্ত করবে। যদিও তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি, তবে বারবার তাঁকে ‘মূলচক্রী ভাতিজা’ বলে উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং সেগুলি প্রমাণিত হলে ওই ‘ভাতিজা’-সহ জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, ‘দেখুন, এই ‘মূলচক্রী ভাতিজা’ কী করেছে। একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, এক্স-রে মেশিন, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের জোর করে ও বেআইনিভাবে স্বাস্থ্য শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেডিক্যাল ছাত্রদের কি রোগী চিকিৎসার অধিকার রয়েছে? এখন আর এই ‘ভাতিজা’কে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এটি খুনের মামলা। তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের গুদাম থেকে যন্ত্রপাতি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ উদ্ধার হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, সিআইডি এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত হবে এবং ‘ভাতিজা’ ও তাঁর সহযোগীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

বিধানসভায় বক্তব্যের সময় শুভেন্দু অধিকারী একটি চিকিৎসকের লেখা বলে দাবি করা চিঠিও পড়ে শোনান, যেখানে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি কয়েকজন রোগীর ছবিও দেখান, যাঁদের ওই শিবিরে চিকিৎসার পর হাত বা পা কেটে ফেলতে হয়েছে বলে দাবি করেন।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে, শনিবার সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির কেলেঙ্কারি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পলাতক ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে নতুন একটি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।শুক্রবার বামপন্থী দলগুলির ছাত্র-যুব সংগঠন এবং ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র যৌথ বিক্ষোভে সংঘর্ষের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর হামলার ঘটনায় যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে সদ্য প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্টোল অব অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ আইন, ২০২৬-এর কঠোর ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণতন্ত্র যে জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্যধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় ফের প্রমাণিত: অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিক্ষোভের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে গণতন্ত্রের বড় জয় বলে অভিহিত করেছেন আম আদমি পার্টির (আপ) জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ কেজরিওয়াল লেখেন, “ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে গোটা দেশকে অভিনন্দন। এটি গণতন্ত্রের এক বড় জয়।”

এর পাশাপাশি একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, “বিশেষ করে দেশের জেন-জি প্রজন্ম এবং যুবসমাজকে অনেক অভিনন্দন। আপনাদের কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।”

তিনি আরও বলেন, “এটি গণতন্ত্রের এক বিরাট জয়। দেশের মানুষ ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের মনে হচ্ছিল সরকার তাঁদের কথা শুনছে না। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করল, গণতন্ত্র এখনও কার্যকর।”

কেজরিওয়ালের কথায়, “সরকারকে বুঝতে হবে যে জনগণের কথা শুনতেই হবে। গণতন্ত্র জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত একটি ব্যবস্থা। আশা করি, এবার থেকে নিট-সহ সব পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস চিরতরে বন্ধ করতে সরকার অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নেবে।”

এদিকে, দেশজুড়ে প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদের মধ্যে শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

নিজের পদত্যাগপত্রে তিনি যুবসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চিঠিতে ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন, “গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষা সংস্কারের জন্য কাজ করে চলেছি। আমার বিশ্বাস, একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দূরদর্শী শিক্ষা ব্যবস্থাই একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি।”

তিনি আরও বলেন, “দেশের যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি এবং ন্যায্য প্রত্যাশার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। ভারতের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নপূরণ আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এক নৈতিক অঙ্গীকার। দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশসেবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।”

মণিপুরে মাদকচক্রের অর্থ মায়ানমারে পাঠানোর অভিযোগে গ্রেফতার মহিলা, সীমান্ত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন ডিজিপি

ইম্ফল, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): মণিপুরের চুরাচাঁদপুর জেলায় মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজনদের কাছে মায়ানমারে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠানোর অভিযোগে ৫৬ বছর বয়সি এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে মণিপুর পুলিশ। অন্যদিকে, রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) মুকেশ সিং ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী তেংনৌপাল জেলা পরিদর্শন করে সীমান্ত নিরাপত্তা, পুলিশি প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় পর্যালোচনা করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরাচাঁদপুর থানায় মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ আইন (এনডিপিএস), ১৯৮৫-এর অধীনে দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে নিউ লামকা এলাকার বাসিন্দা জেন্নগাইহনিয়াং (৫৬)-কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ২৮.৭৮ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে, যা মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের অর্থ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, অভিযুক্ত মহিলা মায়ানমারে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজনদের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠানোর কাজে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পাঁচটি নগদ লেনদেনের রেজিস্টার এবং একটি নোট গোনার মেশিনও উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চুরাচাঁদপুর জেলার একদিকে মিজোরামের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এবং অন্যদিকে মায়ানমারের সঙ্গে অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

এদিকে, পৃথক অভিযানে ইম্ফল পশ্চিম জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১২টি পিস্তল ও ম্যাগাজিন, চারটি রাইফেল, দুটি পরিবর্তিত .৩০৩ রাইফেল, চারটি বোল্ট-অ্যাকশন একনলা বন্দুক, একটি চীনা গ্রেনেড-সহ চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, তিনটি ডিটোনেটর, বিপুল পরিমাণ তাজা ও ব্যবহৃত গুলি, কার্তুজ, ম্যাগাজিন, সামরিক পোশাক, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, ম্যাগাজিন পাউচ এবং ওয়্যারলেস যোগাযোগ সরঞ্জাম।

এছাড়া, কাকচিং জেলার ওয়াংগু সান্দাংখং এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল)-এর সক্রিয় সদস্য মৈরাংথেম গান্ধী ওরফে লোইংবা সিং (১৯)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, ডিজিপি মুকেশ সিং অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (আইন-শৃঙ্খলা)-কে সঙ্গে নিয়ে তেংনৌপাল জেলা পুলিশ কার্যালয়ে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং পুলিশি ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

জেলা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান, অপরাধমূলক মামলার দ্রুত তদন্ত, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং সব নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মোরেহ সফরকালে ডিজিপি তামিল, কুকি, নেপালি ও মেইতেই পাঙ্গাল (মুসলিম) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বহু দশক ধরে এই সম্প্রদায়গুলির মানুষ সীমান্ত শহর মোরেহে বসবাস করছেন।

তিনি অসম রাইফেলসের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট, অসম রাইফেলস ও মণিপুর পুলিশ কমান্ডোদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা পরিস্থিতি, অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এর পাশাপাশি মোরেহ সীমান্তের গেট নম্বর ১ এবং গেট নম্বর ২-এ গিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও মোতায়েনও পর্যালোচনা করেন ডিজিপি।

ফেরার পথে তিনি ক্কাথা গ্রাম পরিদর্শন করে স্থানীয় মেইতেই গ্রামবাসী এবং জেলা পুলিশ, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) ও অসম রাইফেলসের কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পুলিশের বক্তব্য, এই সফরের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মণিপুর পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হয়েছে।

কংগ্রেস-এসপি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে, মোদী সরকার প্রশ্নফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে: যোগী আদিত্যনাথ

নয়াদিল্লি/ফতেহপুর, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): সমাজবাদী পার্টি (এসপি) এবং কংগ্রেস ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে বলে শনিবার অভিযোগ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার প্রশ্নফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

ফতেহপুরের মাদারীপুর কালা ময়দানে ৪৮৯ কোটিরও বেশি টাকার ১২৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী বলেন, ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্র সরকার ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

তিনি বলেন, পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) আইন, ২০২৪ আরও কঠোর করতে কেন্দ্র সংসদে সংশোধনী আনছে। তাঁর দাবি, প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর শাস্তির বিধান করা হবে। পাশাপাশি বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'যারা যুব সমাজকে শোষণ করেছে, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করেছে এবং একটি পুরো প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে, সেই সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস আজ কুমিরের কান্না কাঁদছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী গত তিন দিনে ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।”

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রশ্নফাঁস চক্র ও পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে।'

জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ) সংক্রান্ত বিষয়েও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতের যুব সমাজকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন পরিচিতি এনে দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন মাফিয়া বা অপরাধীদের কোনও জায়গা নেই। তাঁদের সামনে মাত্র দুটি পথ- 'জেল অথবা যমলোক'। তাঁর দাবি, অপরাধী ও ভূমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সরকারি জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টিকে নিশানা করে যোগী বলেন, ২০১৭ সালের আগে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হতেন। তাঁর অভিযোগ, 'এই পরীক্ষা মাফিয়ারা কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির উত্তরাধিকার। তারাই তাদের লালন-পালন করেছে এবং সুরক্ষা দিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা খেলবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছাত্রদের একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট না হয়, তাই নির্ধারিত সময়ে নিট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং ফলও সময়মতো প্রকাশ করা হয়েছে।'

২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে হওয়া অধিকাংশ নিয়োগ প্রক্রিয়া বিতর্কিত ছিল বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সেই সময় যোগ্য প্রার্থীরা ন্যায়বিচার পাননি। অন্যদিকে, গত নয় বছরে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর সরকার ৯ লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি দিয়েছে বলে দাবি করেন যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি আরও বলেন, 'নতুন ভারতে আজ দেশের যুবসমাজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বের সামনে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। গত এক বছরে দেশে ১২ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে।'

শেষে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, পরীক্ষায় অনিয়ম ও নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার চেষ্টা করলে সংশোধিত আইনের অধীনে কঠোরতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

বাংলাদেশে রথযাত্রার পথে আইইডি উদ্ধার বড়সড় হামলার আশঙ্কা নস্যাৎ: ঢাকায় চাঞ্চল্য

ঢাকা, ২৫ জুলাই (আইএএনএস) : বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সম্ভাব্য নাশকতার আশঙ্কার মধ্যে ঢাকার মতিঝিল এলাকায় রথযাত্রার শোভাযাত্রার রুট থেকে একটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সময়মতো বিস্ফোরকটি শনাক্ত হওয়ায় সম্ভাব্য বড় ধরনের হামলা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে একটি পরিত্যক্ত ছাতার ভিতরে বিস্ফোরকটি রাখা ছিল। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার হুসাইন মুহাম্মদ ফারাবি জানান, সন্দেহজনক বস্তুটি উদ্ধার হওয়ার পর বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেটি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে।

মতিঝিল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মুক্তা অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে বিস্ফোরকটি সেখানে রাখা হয়েছিল।

বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের এক কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার হওয়া আইইডিতে প্রায় ১.৫ কেজি সালফারের পাশাপাশি কাঁটাতারের টুকরো এবং ধারালো ধাতব খণ্ড ছিল। তাঁর দাবি, এটি একটি পাইপ বোমা ছিল। কেউ যদি ছাতার বোতাম টিপে সেটি খুলতে যেতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটত এবং ধাতব টুকরোগুলি চারদিকে ছিটকে গিয়ে আশপাশের মানুষের গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারত।

বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করার সময় ছিটকে আসা ধাতব খণ্ডে এক পথচারী আহত হন। আহত ৩৩ বছর বয়সি মিরাজ আহমেদের বাঁ চোখের নিচে আঘাত লাগে। তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মিরাজ জানান, তিনি একটি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এবং পরে ধাতব একটি টুকরো তাঁর মুখে এসে লাগে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এই ঘটনা সামনে এল। সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একাধিক নেতা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ ও কালী মন্দির প্রাঙ্গণে ৮১ ফুট উঁচু শ্রীরাম মূর্তি নির্মাণের প্রস্তাবদাতা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান।

অভিযোগ, গত ১২ জুলাই ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানায় দায়ের হওয়া একটি অর্থপাচার মামলার সূত্রে পলাশবাড়ী মন্দির এলাকা থেকে হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসকে আটক করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তাঁর মুক্তির দাবি তোলা হয়। সমাবেশে বক্তারা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, তাদের ওপর হামলা বন্ধ করা এবং উপাসনালয় নির্মাণে বাধা না দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী: ‘দেশের যুবসমাজের কণ্ঠস্বর কেউ কখনও স্তব্ধ করতে পারবে না’

ওয়েনাড়, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): দেশজুড়ে পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে জবাবদিহির দাবিতে চলা বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা শনিবার বলেন, দেশের যুবসমাজের কণ্ঠস্বর কেউ কখনও স্তব্ধ করতে পারবে না।কেরলের ওয়েনাড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর শুনে তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কথায়, “গত ১০-১২ বছর ধরে আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আমাদের তরুণ প্রজন্ম কবে জেগে উঠবে? দেখুন, আমাদের দেশের সঙ্গে কী করা হচ্ছে। আরএসএস গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের প্রভাবের মধ্যে নিয়ে আসছে। প্রতিটি পদ, প্রতিটি উপাচার্য নিয়োগে আমাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হয়েছে।”তিনি আরও অভিযোগ করেন, “যে কোনও তরুণ বা নাগরিক প্রতিবাদে মুখ খুললেই তাঁদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। তাই আজ আমি খুবই আনন্দিত যে দেশের যুবসমাজ নিজেদের কথা বলেছে। তাঁদের কণ্ঠস্বর আর কেউ কখনও স্তব্ধ করার সাহস দেখাতে পারবে না।”এদিকে, ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে “গণতন্ত্রের জয়” বলে অভিহিত করেছেন।উল্লেখ্য, ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁসের ঘটনার পর দেশজুড়ে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে বলেন, “আমরা পেরেছি। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। বলা হচ্ছিল, এই সরকারের আমলে কেউ পদত্যাগ করে না। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, সঠিক মানুষ এগিয়ে এলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।”নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনার পর আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের ছবি-সহ একটি ব্যানার প্রদর্শন করে তিনি বলেন, “এই সাফল্য তাঁদের উৎসর্গ করছি, যাঁরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের আমলে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন।”অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ সোনম ওয়াংচুক লিখেছেন, “এটি গণতন্ত্রের জয়। সরাসরি রাস্তাঘাট থেকে উঠে আসা গণতন্ত্রের জয়। এটি শান্তি, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের জয়। সিজেপি, দেশের জেন-জি প্রজন্ম এবং ভয় কাটিয়ে উঠে আন্দোলনে সামিল হওয়া সমস্ত নাগরিককে অভিনন্দন।”

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা যুবসমাজ, সন্তানহারা পরিবার ও ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের জয়: মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার দাবি করেছেন, এটি দেশের যুবসমাজ, নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের জেরে সন্তান হারানো পরিবার এবং ছাত্রদের স্বার্থে সংসদ থেকে রাজপথ পর্যন্ত আন্দোলন চালানো ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শিবিরের জয়।

সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ খাড়গে লেখেন, “ভারতের ছাত্রদের কণ্ঠস্বর অবশেষে অহংকারী ক্ষমতার দুয়ারে পৌঁছেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে ফেরানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে আওয়াজ তোলা লক্ষ লক্ষ যুবকের এটি জয়।”

তিনি আরও বলেন, “এটি সত্যের জয় এবং নরেন্দ্র মোদির একগুঁয়েমির পরাজয়। এটি সেই সমস্ত পরিবারের জয়, যারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের কারণে নিজেদের সন্তানদের হারিয়েছেন।”

কংগ্রেস সভাপতি আরও দাবি করেন, “এটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শিবিরের জয়, যারা ছাত্রদের স্বার্থে সংসদ থেকে রাজপথ পর্যন্ত সোচ্চার হয়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যাঁরা আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও পেলেট গান ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।”

এদিকে, শনিবার দেশের উদ্দেশে লেখা এক চিঠিতে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, গত ১০ দিনের ঘটনাবলিতে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত। পরীক্ষায় অনিয়মের বিতর্ককে কেন্দ্র করে তৈরি পরিস্থিতির সুযোগ যাতে কোনও দেশবিরোধী শক্তি নিতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পদত্যাগপত্রে তিনি যুবসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগে দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলনকারীদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জবাবদিহির স্বার্থে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।

তৃণমূল নেতাদের আটক ঘিরে উত্তেজনা, স্কুটারে চড়ে প্রতিবাদস্থলে পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশ আটক করেছে বলে খবর পাওয়ার পর শনিবার স্কুটারে চড়ে কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় পৌঁছন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি একইভাবে স্কুটারে করে কালীঘাটের নিজের বাড়িতে ফিরে যান।বাড়িতে ফিরে ফেসবুক লাইভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, পদ্মপুকুর থেকে একটি মিছিলের অনুমতি পুলিশের কাছে চাওয়া হলেও তা দেওয়া হয়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, অন্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি মিছিল করার অনুমতি পায়, তাহলে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠন কেন সেই অনুমতি পাবে না।তিনি বলেন, তৃণমূল কি অস্পৃশ্য? এভাবেই কি তৃণমূলের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেওয়া হবে? নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) এবং দলের আইটি সেল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পদ্মপুকুর থেকে সিআইটি রোড হয়ে মৌলালি মোড় পর্যন্ত মিছিল যাওয়ার কথা ছিল। দুপুর থেকেই পদ্মপুকুর এলাকায় তৃণমূল সমর্থকদের জমায়েত শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা দোলা সেন, কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।তৃণমূলের অভিযোগ, প্রথমে পুলিশ মিছিলের অনুমতি দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। দলের দাবি, আগের দিন বামপন্থী দলগুলির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে ই-মেলের মাধ্যমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারীকে জানানো হয়।এরপর অনুমতির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ছুটির দিনেও আদালত মামলার শুনানি করলেও আগের দিনের অশান্তির প্রেক্ষিতে মিছিলের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশের পর পদ্মপুকুর থেকে জমায়েত সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয় পুলিশ। সেই সময় তৃণমূল নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়।উত্তেজনার মধ্যেই কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। এই খবর পেয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও”ব্রায়েনকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পদ্মপুকুরে পৌঁছে তিনি কিছুক্ষণ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং অভিযোগ করেন, পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিরোধীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও পুলিশের দাবি, হাইকোর্টের নির্দেশের পর ওই জমায়েত বেআইনি হয়ে পড়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর কিছু সময়ের জন্য ওই এলাকার যান চলাচলও ব্যাহত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পেটের চর্বি কমাতে কোনটি বেশি কাজের হাঁটা না দৌড়ানো

মেদহীন ও ছিপছিপে শরীর পাওয়ার লড়াইয়ে পেটের জেদি চর্বি জমানো যতটা সহজ, তা ঝরানো ততটাই কঠিন। পেটের অতিরিক্ত মেদ কমাতে অ্যারোবিক্স বা কার্ডিও এক্সারসাইজের ভূমিকা অপরিসীম। তবে ফিটনেসপ্রেমীদের মনে প্রায়শই একটি প্রশ্ন ঘোরেপেটের মেদ দ্রুত কমাতে প্রতিদিন হাঁটা বেশি উপকারী, নাকি দৌড়ানো ? দুটিই শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী হলেও, চর্বি ঝরানোর মেকানিজম বা কার্যকারিতার দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য।

ক্যালোরি খরচের বিচারে দৌড়ানো স্পষ্টভাবেই এগিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমপরিমাণ সময়ে হাঁটার তুলনায় দৌড়ালে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালোরি খরচ হয়। প্রতি মিনিটে দৌড়ানো বেশি শক্তি ও ক্যালোরি ব্যয় করায় এটি খুব দ্রুত শরীরের মোট ফ্যাট কমানোর পাশাপাশি পেটের জেদি চর্বি দ্রুত মেলাতে সাহায্য করে।

দৌড়ানোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর 'আফটারবার্ন ইফেক্ট'। তীব্র গতিতে দৌড়ানোর পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহার করে। এর ফলে ওয়ার্কআউট শেষ করার বহু ঘণ্টা পর পর্যন্ত বিশ্রামরত অবস্থাতেও শরীরে ক্যালোরি বার্ন হতে থাকে। হাঁটার ক্ষেত্রে এই ইফেক্ট অতটা বেশি দেখা যায় না।

দৌড়ানো একটি হাই-ইমপ্যাক্ট এক্সারসাইজ। ফলে যাঁদের ওজন অনেক বেশি, হাঁটু বা গোড়ালিতে ব্যথা রয়েছে কিংবা যাঁরা বয়স্কতাদের জন্য হঠাৎ দৌড়ানো চোট-আঘাতের কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, হাঁটা একটি লো-ইমপ্যাক্ট এক্সারসাইজ। এটি জয়েন্ট বা হাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ না ফেলে দীর্ঘমেয়াদে শরীরকে সুস্থ ও মেদ মুক্ত রাখে।

পেটে চর্বি জমার একটি বড় কারণ হল অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা কোর্টিসলহরমোনের ক্ষরণ। হালকা বা দ্রুত গতিতে হাঁটা শরীরের ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং কোর্টিসলের মাত্রা কমায়, যা পরোক্ষভাবে পেটের চর্বি জমতে বাধা দেয়। তাহলে কোনটি আপনার জন্য সেরা? যদি আপনার লক্ষ্য হয় খুব কম সময়ে দ্রুত ওজন ও পেটের মেদ ঝরানো এবং আপনার শরীর যদি ভারী ব্যায়ামের উপযোগী হয়, তবে দৌড়ানো নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সেরা বিকল্প।

তবে যাঁরা ফিটনেসে নতুন, বয়স বেশি কিংবা জয়েন্টের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য নিয়মিত দ্রুত গতিতে বা ইনক্লাইন ওয়াকিং (উঁচু রাস্তায় হাঁটা) সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর পথ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শহাঁটা ও দৌড়ানোর এক অসাধারণ ককটেল তৈরি করতে পারেন 'ইন্টারভাল ট্রেনিং'-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ ১-২ মিনিট দৌড়ে পরের ২-৩ মিনিট হাঁটা, যা জয়েন্টে চাপ না দিয়ে দ্রুত মেদ ঝরাতে দারুণ কাজ করে।

দুধ ফোটানোর সময় কিছু নিয়ম মেনে চললে উথলে পড়বে না

রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় পাত্রের দিকে নজর সরালেই বাঁধ সাধে বিপত্তি। সামান্য চোখের আড়াল হলেই উথলে উঠে উনুন নোংরা হয়ে যায়, আর দুধ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার করার বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়। প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালিতেই প্রতিদিনের এই চেনা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তবে রান্নাঘরের কয়েকটি অতি সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে চললে দুধ উথলে পড়ে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া সম্ভব।

চলুন জেনে নেওয়া যাক দুধ

ফোটানোর সময় কী কী সহজ ঘরোয়া টোটকা মেনে চললে দুধ পাত্রের বাইরে উপচে পড়বে না।

দুধ ফুটতে দেওয়ার সময় পাত্রের ওপর আড়াআড়িভাবে একটি পরিষ্কার কাঠের হাতা বা খুন্তি রেখে দিন। দুধ ফুটে যখন ওপরের দিকে উঠতে শুরু করবে, তখন সেই কাঠের হাতাটি বাষ্পের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে এবং ফেনা পাত্রের কানায় পৌঁছনোর আগেই ভেঙে যাবে। ফলে দুধ উথলে পড়ার সম্ভাবনা এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যায়।

যে পাত্রে দুধ ফোটাবেন, সেটির ওপরের ভিতরের ধার ঘেঁষে সামান্য ঘি, মাখন বা রান্নার তেল আঙুল দিয়ে ভালোভাবে বুলিয়ে দিন। তেল বা চর্বিযুক্ত পদার্থ জলের সঙ্গে মেশে না। তাই দুধ যখন ফুটে ওপরের দিকে উঠতে যাবে, তখন এই তেল বা ঘিয়ের আস্তরণ দুধের ফেনাকে বাইরের দিকে উপচে পড়তে বাধা দেবে।

ব্যস্ততার কারণে অনেকেই পাত্রে দুধ বসিয়ে উনুনের আঁচ বাড়িয়ে দেন। এতে দুধ খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে তীব্র গতিতে ওপরে উঠে আসে। দুধ সর্বদা হালকা বা মাঝারি আঁচে ফোটানো উচিত। এতে দুধ যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনি ফোটার গতিও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

দুধ ফোটানোর আগে পাত্রটি সামান্য ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে বা কয়েক ফোঁটা জল পাত্রের নিচে রেখে তার ওপর দুধ ঢালুন। এতে কেবল যে দুধ পাত্রের তলায় লেগে পোড়া যাবে না তা-ই নয়, ফোটানোর সময় তাপও সমানভাবে বণ্টিত হবে, যা দুধকে একদম হঠাৎ করে উথলে উঠতে দেয় না।

দুধ যখন ফুটে একদম কানায় উঠে আসবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সামান্য ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিন। ঠান্ডা জলের স্পর্শে দুধের তাপমাত্রা মুহূর্তেই কমে যায় এবং ফেনা দ্রুত নিচে নেমে যায়।

ঘনঘন ফেসওয়াশ ব্যবহার করা কি ভালো?

বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে ত্বক সারাক্ষণ ঘামে ভিজে তেলতেলে হয়ে থাকে। ধুলোবালি ও ময়লা জমে মুখ কালো দেখায় বলেই বারবার বেসিনে গিয়ে ফেসওয়াশ বা সাবান দিয়ে মুখ ধোয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ডার্মাটোলজিস্টরা বলছেন, আর্দ্র আবহাওয়ায় এই অতি- সচেতনতাই ত্বকের আসল শত্রু।

'রিবাউন্ড ইফেক্ট' এবং ব্যারিয়ারের ক্ষতি যখনই ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া হয়, তখন ত্বকের প্রাকৃতিক তেল (Sebum) পুরোপুরি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। এতে ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতার সুরক্ষাবর্ম বা ময়েশ্চার ব্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। ত্বক যখন নিজের ভিতরের এই শুষ্কতা টের পায়, তখন আত্মরক্ষার জন্য সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ডকে অতিরিক্ত তেল তৈরির সিগন্যাল পাঠায়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় "Rebound Effect" বলা হয়। ফলে বারবার মুখ ধোয়ার পর ত্বক সাময়িক পরিষ্কার মনে হলেও, কিছুক্ষণ পরই তা দ্বিগুণ তেলতেলে ও ব্রণতে ভরে হয়ে ওঠে। দিনের কোন সময়ে কী ভাবে মুখ পরিষ্কার করবেন?

সকালবেলা: সারারাত জমে থাকা অতিরিক্ত তেল ও ঘাম পরিষ্কার করতে মাইল্ড ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন। দুপুর বা ওয়ার্কআউটের পর: ফেসওয়াশ এড়িয়ে শুধু জলের ঝাপটা দিন অথবা ক্লিনজার দিয়ে মুখ মুছে নিন। রাত (ঘুমোতে যাওয়ার আগে): সারাদিনের ধুলোবালি, সানস্ক্রিন ও মেকআপ দূর করতে ফেসওয়াশ দিয়ে ভালো ভাবে মুখ পরিষ্কার করুন। আর্দ্র আবহাওয়ায় ত্বকের যত্নে ৩ গোল্ডেন টিপস

১.জেল-বেসড ক্লিনজার ব্যবহার করুন: তৈলাক্ত ত্বকে ফোমিং বা জেল-বেসড ফেসওয়াশ দারুণ কাজ করে। শুকনো বা স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য মাইল্ড লোশন ক্লিনজার ব্যবহার করা উচিত। ২.ময়েশ্চারাইজার বাদ দেবেন না: বাতাসে আর্দ্রতা থাকা আর ত্বকের ভিতরে হাইড্রেশন থাকা এক বিষয় নয়। ফেসওয়াশ করার পর অবশ্যই একটি লাইটওয়েট বা ওয়াটার-বেসড জেল ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। এতে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ৩.তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষবেন না: মুখ ধোয়ার পর পরিষ্কার নরম তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে জল মুছে নিন। জোরে ঘষাঘষি করলে স্পর্শকাতর ত্বকে প্রদাহ ও লালচে ভাব তৈরি হতে পারে। এই প্রতিবেদন থেকে যা যা জানবেন নির্ধারিত সংখ্যা: ফেসওয়াশ দিয়ে দিনে সর্বোচ্চ ২ বার। বিপদ: ৩-৪ বার ধুলে "রিবাউন্ড ইফেক্ট"-এ তেল নিঃসরণ বেড়ে যায়। বিকল্প সমাধান: ফেসওয়াশ ছাড়া কেবল জল দিয়ে মুখ ধোয়া বা মিস্ট স্প্রে করা। সঠিক প্রোডাক্ট: ভারী ক্রিমের বদলে ওয়াটার ও জেল-বেসড স্কিনকেয়ার সামগ্রী।

ফ্ল্যাট কেনার আগে দেখে নিন বাস্তুদোষ রয়েছে কিনা

মধ্যবিত্ত পরিবারের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হল নিজস্ব একটি বাড়ি। জীবনভরের জমানো পুঁজি দিয়ে মানুষ তার স্বপ্নের নীড় গড়ে তোলে, যাতে পরিবারকে নিয়ে একটু শান্তিতে ও সুখে দিন কাটানো যায়। ভারতে বহু মধ্যবিত্ত মানুষই কঠোর পরিশ্রম করে ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনেন। তবে অনেক সময়ই দেখা যায়, তাড়াহুড়ো বা অজ্ঞতার কারণে ফ্ল্যাট কেনার সময় অনেকেই বাস্তুশাস্ত্রের নিয়মাবলি উপেক্ষা করে যান।

বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্ল্যাটের ভুল দিক বা বিন্যাস গুরুতর বাস্তুদোষের সৃষ্টি করতে পারে, যা সংসারে নিয়ে আসতে পারে চরম নেতিবাচক প্রভাব ও অশান্তি। তাই নতুন ফ্ল্যাট কেনার আগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তু নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

বাস্তু অনুযায়ী, ফ্ল্যাটের আকৃতি সর্বদা বর্গাকার বা আয়তাকার হওয়া উচিত। অসম আকৃতির ফ্ল্যাট এড়িয়ে চলাই ভালো। এছাড়া ফ্ল্যাটের উত্তর-পূর্ব দিক যতটা সম্ভব খোলা থাকা প্রয়োজন। এতে ঘরে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ফ্ল্যাটের প্রধান প্রবেশদ্বার উত্তর, উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব দিকে হওয়া অত্যন্ত শুভ। ভুলেও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মূল দরজায় প্রবেশদ্বার রয়েছে এমন ফ্ল্যাট কেনা উচিত নয়, কারণ এই দিকটিকে বাস্তুতে অশুভ বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন, মূল দরজার ঠিক সামনে যেন সিঁড়ি, বন্ধ দেয়াল বা সংকীর্ণ গলি না থাকে।

বাস্তুতে রান্নাঘরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিককে অগ্নি উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই এই দিকে রান্নাঘর হওয়া সবচেয়ে শুভ। তবে বিকল্প হিসেবে উত্তর-পশ্চিম দিকেও রান্নাঘর করা যেতে পারে। ফ্ল্যাটের মাস্টার বেডরুমটি সর্বদা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হওয়া উচিত। এই দিকে গৃহকর্তার শোয়ার ঘর থাকলে মন স্থির থাকে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ফ্ল্যাট নির্বাচনের সময় টয়লেটের দিকের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। টয়লেট বা বাথরুম কখনওই উত্তর-পূর্ব দিকে হওয়া উচিত নয়। বাস্তুমতে, শৌচাগারের জন্য পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিকই সবচেয়ে উপযুক্ত। ফ্ল্যাটের ব্যালকোনি বা বড় জানালাগুলি যাতে উত্তর ও পূর্ব দিকে থাকে, তা নিশ্চিত করুন। এই দিক থেকে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস পাওয়ার পাশাপাশি ঘরে প্রচুর পরিমাণে ইতিবাচক শক্তি প্রবেশ করে।

অতএব, কষ্টার্জিত টাকায় স্বপ্নের ফ্ল্যাটটি কেনার আগে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বাজেট নয়, বরং পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রাখতে বাস্তুর এই মূল নিয়মগুলি মেনে চলা সমান জরুরি।

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

ড: দেবব্রত মাজী

শৈশবের ঐ ফেলে আসা সবুজ গাঁ
আর স্মৃতির চেনা খসখসে পথ,
সামনে কেবলই ধোঁয়াশা আর
অচেনা এক ভবিষ্যতের রথ।
দিনের আলো মিলিয়ে যায়,
আমরা যাচ্ছি কোথায়?

তবে কি আমরা আজ যাবো হারিয়ে
কোলাহলের ভিড়ে কোনো ফাঁকে,
মুঠোফোনে আজ নেইকো প্রাণ
সন্ধ্যা নামে চেনা নদীর বাঁকে।
ধুলোমাখা রাস্তা বলে যায়,
আমরা যাচ্ছি কোথায়?

মাথার উপরে মেঘের ছায়া ফেলে
পায়ের নিচে পড়েছে ধূসর ছায়া,
জানি না মিলবে কিনা ঠিকানা
ত্যাগ দিয়েছি জীবনের মায়া।
মেতেছে মন কোন খেলায়,
আমরা যাচ্ছি কোথায়?

জীবন তো শুধু এগিয়ে চলারই গল্প
নদী ঐ মিশেছে সাগরের মোহনায়,
কখনো আলো কখনো আঁধারে
চলেছি এক নতুন ঠিকানায়।
নিঃশব্দে মন এগিয়ে যায়,
আমরা যাচ্ছি কোথায়?

কাচার পরও জামায় দুর্গন্ধ থাকে কেন

কাচা জামাকাপড় আলমারিতে তোলার পর বা পরতে গিয়ে দেখলেন সেখান থেকে একটা স্যাঁতসেঁতে বা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে? ড্রায়ার থেকে বের করার পরেও পোশাক থেকে কেন পুরোপুরি তাজা গন্ধ পাওয়া যায় না? এই নিয়ে অনেকেই চরম বিরক্ত হন। আপনি হয়তো ভাবছেন ডিটারজেন্ট বদলাবেন কিংবা ওয়াশিং মেশিনে আর কাচবেনই না! তবে হোম কেয়ার ও ক্লিনিং বিশেষজ্ঞদের গবেষণা বলছে, সমস্যাটা পোশাকে বা মেশিনে নয়, লুকিয়ে রয়েছে আপনার কাপড় কাচার দৈনন্দিন অভ্যাসে।

ঘাম, শরীরের প্রাকৃতিক তেল, মিনারেল ডিপোজিট আর ডিটারজেন্টের আঠালো অবশিষ্টাংশ অনেক সময় কাপড়ের তন্তুর একদম গভীরে আটকে থাকে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় এই অস্বস্তিকর গন্ধ। কোন ভুলগুলোর কারণে এমনটা ঘটে এবং কীভাবে খুব সহজে এর সমাধান করা সম্ভব, সেটা দেখে নিন চটপট

১. অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার অনেক বেশি ডিটারজেন্ট দিলে কাপড় বেশি পরিষ্কার হবে, এই ধারণা একদম ভুল। অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ফেনার সৃষ্টি করে যা সহজে ধুয়ে যায় না। এটি কাপড়ের ভাঁজে আটকে থেকে উল্টে ব্যাকটেরিয়া ও দুর্গন্ধ তৈরিতে সাহায্য করে। সবসময় নির্দিষ্ট মাপে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।

২. ওয়াশিং মেশিনে গাদাগাদি করে কাপড় দেওয়া মেশিনের ড্রামে অতিরিক্ত পোশাক ঠেসে দিলে জল ও ডিটারজেন্ট ঠিকমতো ঘোরার জায়গা পায় না। কাপড়ে কাপড়ে ঘর্ষণ না হলে জমে থাকা ঘাম বা ময়লা দূর হয় না। ওয়াশিং মেশিনে সবসময় কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা উচিত, যাতে হাত সহজে নড়াচড়া করা যায়।

৩. জলের তাপমাত্রা নির্বাচন দৈনন্দিন হালকা ব্যবহারের পোশাক ঠান্ডা জলে কাচা নিরাপদ হলেও শরীরচর্চার পোশাক, তোয়ালে বা বিছানার চাদর গরম জলে কাচা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাপড়ের ফ্যাব্রিক লেবেল দেখে নিয়ে যতটা সম্ভব গরম জল ব্যবহার করলে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত ধ্বংস হয়। ৪. ভেজা কাপড় মেশিনে ফেলে রাখা ধোয়া শেষ হওয়ার পর ভেজা অবস্থায় জামাকাপড় বেশিক্ষণ মেশিনে ফেলে রাখলে আর্দ্রতার কারণে নিমেষেই ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করে। কাচা শেষ হওয়া মাত্রই রোদ বা ড্রায়ারে দিন। ভুলবশত কয়েক ঘণ্টা থেকে গেলে তা না শুকিয়ে আবার ধুয়ে নেওয়া ভালো।

৫. মেশিন পরিষ্কার না রাখা পোশাক পরিষ্কার করার আগে ওয়াশিং মেশিনকে পরিষ্কার রাখা জরুরি। প্রতি মাসে অন্তত একবার হট ওয়াটার সাইকেলে ওয়াশিং মেশিন ক্লিনারের সাহায্যে ভেতরের জমে থাকা খনিজ ও সাবানের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করুন। ব্যবহার শেষে মেশিনের দরজা কিছুটা খোলা রাখুন যাতে ভেতরের আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়।

নুন বেশী খাওয়া ভালো না

নুন ছাড়া রান্নার স্বাদ ভাবাই যায় না। ডাল থেকে তরকারি, আলুভাজা থেকে বিরিয়ানি, খাবারের স্বাদ ঠিকঠাক করতে নুনের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু আপনি কি জানেন, স্বাদের চক্করে পড়ে প্রতিদিন নিজের অজান্তেই কতটা বিষ শরীরে ঢোকাচ্ছেন? চিপস, চানাচুর, আচার আর ফাস্টফুডের হাত ধরে প্রতিদিন যে পরিমাণ নুন আমাদের পেটে যাচ্ছে, তা শরীরের বারোটা বাজানোর জন্য যথেষ্ট। গবেষকেরা বলছেন, এই অতিরিক্ত নুন খাওয়ার অভ্যাসই কিন্তু সাইলেন্ট কিলারের মতো কাজ করছে।

নুন বা সোডিয়াম আমাদের শরীরের জন্য জরুরি, তবে তা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থা 'মেডলাইনপ্লাস' একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিরিক্ত সোডিয়াম রক্তে মিশলে তা ধমনীর ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে হাই ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা হু হু করে বাড়ে। আর প্রেশার বাড়া মানেই হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং কিডনি বিকল হওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া। অথচ আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না যে রান্নার বাইরেও প্যাকেটজাত খাবার থেকে কতটা সোডিয়াম আমাদের শরীরে ঢুকছে। দৈনিক কতটা নুন খাওয়া উচিত?

চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে, একজন সুস্থ মানুষের সারাদিনে এক চা চামচের বেশি নুন খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। পরিমাপের হিসেবে যা প্রায় ২, ৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়ামের সমান। তবে যাঁদের ইতিমধ্যেই হাই ব্লাড প্রেশার, হার্টের রোগ বা কিডনির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা আরও অনেক কম হওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তাঁদের নুনের পরিমাপ ঠিক করা বিপজ্জনক হতে পারে।

জিভের স্বাদ বজায় রেখেও নুন খাওয়ার পরিমাণ কমানো সম্ভব। তার জন্য কিছু অভ্যাস বদলে ফেলা জরুরি: খাবার কেনার সময় প্যাকেটের পুষ্টিগুণ বা নিউট্রিশন লেবেল ভালো করে দেখে নিন, যে সোডিয়ামের মাত্রা কতটা আছে। খাওয়ার টেবিল থেকে নুনের কৌটো আজই সরিয়ে ফেলুন। পাতে কাঁচা নুন নেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। খাবারের স্বাদ বাড়াতে নুনের বদলে লেবুর রস, ধনেপাতা, আদা, রসুন বা গোলমরিচের মতো প্রাকৃতিক মশলা ব্যবহার শুরু করুন। এতে স্বাদও মিলবে আর শরীরও থাকবে চনমনে।

চা না কফি কোনটা খাওয়া ভালো

চা নাকি কফি একটা প্রশ্নই বোধহয় বাঙালিকে দুটো আলাদা দলে ভাগ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট! এক কাপ ধোঁয়া ওঠা গরম পানীয় শুধু যে ঘুম ভাঙায় তা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সারাদিনের আবেগ, জমানো আড্ডা আর এক চিলতে মন ভালো লাগা। বন্ধুদের জমজমাট আসর হোক কিংবা বৃষ্টির দিনে জানলার পাশে একা বসে থাকা, এক কাপ চা বা কফি না হলে ঠিক জমে না। তবে ভালোলাগা আর অনুভূতির পাশাপাশি প্রশ্ন থেকেই যায়, শরীর আর পছন্দ, এই দুইয়ের ব্যালেন্স রাখতে কোনটা আসলে বেশি এগিয়ে? যাঁরা কফির ভক্ত, তাঁদের কাছে কফি কেবল পানীয় নয়, একধরনের এনার্জি বুস্টার। কফিতে থাকা রিচ ক্যাফিন নিমেষেই ক্লান্তি দূর করে মনকে চাঙ্গা করে তোলে। কাজের মাঝে যখন অলসতা এসে ঘিরে ধরে, তখন কফির তীব্র গন্ধই পারে মনোযোগ ফেরাতে। তবে শুধু ইমোশন নয়, বিজ্ঞানের গবেষণাও বলছে কফির গুণ অগাধ। এটি বিপাকহার বা মেটাবলিজম বাড়িয়ে ওজন ঝরাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরিমিত কফি খেলে হৃদরোগ, গলস্টোন এবং পার্কিনসনসের মতো জটিল রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। তা ছাড়া স্ট্রেস কমিয়ে মেজাজ ফুরফুরে রাখতেও কফির জুড়ি নেই। অন্যদিকে, চা মানেই এক অদ্ভুত প্রশান্তি। বিকেলের আড্ডা থেকে শুরু করে একাকী ভাবনার সঙ্গী, চায়ের চুমুকেই লুকিয়ে থাকে আরাম। চায়ে কফির চেয়ে ক্যাফিনের পরিমাণ কিছুটা কম থাকে, তাই এটি হৃদস্পন্দন বা ঘুমের বারোটা না বাজিয়েই শরীরকে রিফ্রেশ করে তোলে। চায়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'এল-থেনাইন' নামক বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড স্নায়ুকে শান্ত করে মানসিক চাপ নিমেষে গায়েব করে দেয়। নিয়মিত লাল চা বা গ্রিন টি খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং কার্ডিওভাস্কুলার নানা রোগ থেকে হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখা সহজ হয়। তাহলে এই কাপের লড়াইয়ে জিতল কে? আসল সত্যিটা হল, চা ও কফি দুটোই তাদের নিজস্ব জায়গায় সেরা। ঝামেলা বাঁধে কেবল পানের অভ্যাসে! অতিরিক্ত কফি খেলে রাতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা কিংবা পেটে অম্বলের সমস্যা হতে পারে। আবার চায়ে এক গাদা দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেলে তা সুগার ও মেদ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনে। তাই আড্ডা আর ইমোশন তো চলবেই, তবে শরীরের ধরণ আর প্রয়োজন বুঝে কাপে চুমুক দেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ!

নামছে সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) কতটা স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, সিপিআই(এম) এবং বামফ্রন্টের আইনসভা দল পৃথকভাবে রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের সাড়ে আট বছরের শাসনকালে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা এবং দলীয় কার্যালয়ে আক্রমণের অভিযোগও তোলেন তিনি। বিলোনিয়া, মোহনপুর, কমলপুরসহ বিভিন্ন এলাকার সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, বিরোধী দলের কর্মীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন।

রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও সরব হয়েছে সিপিআই(এম)। জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, জাতীয় সড়কের দুরবস্থার প্রতিবাদে আগরতলায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়াও তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই এলাকার রাস্তাঘাটের সমস্যাকে সামনে রেখে বিভিন্ন মহকুমায় জনসভা করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, পরিবহণ কর্মী এবং যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, আগামী ১০ আগস্ট কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে দেশব্যাপী আন্দোলনে অংশ নেবে সিপিআই(এম)।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমায় 'জেল ভরো' আন্দোলন করা হবে বলেও জানান তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, আগামী ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভার ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের শেষ দিনে আগরতলার আস্তাবল ময়দানে একটি বৃহৎ জনসমাবেশ করা হবে। এই সমাবেশকে সফল করতে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের কাছে তিনি আহ্বান জানান।

কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাই এই সমাবেশের লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিন তাঁর দাবি, আগামী গ্রাম কমিটি ও পুর নির্বাচনের প্রস্তুতিও দল শুরু করেছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা। তিনি অভিযোগ করেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পরিবর্তনের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোগত সমস্যাকে সামনে রেখে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি আরও জোরদার করবে সিপিআই(এম)। তিনি বলেন, মানুষের অধিকার ও জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে দল ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ব্যাঘাত জনজীবন

● **প্রথম পাতার পর**

জেলাতেও ছাত্রদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, কিছু বিক্ষোভকারী ভাঙচুর চালালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় দায়িত্বে থাকা কনস্টেবল বর্ষা কুমারী (কনস্টেবল নং ৩৯৬) আহত হন এবং তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, প্রথমে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল। পরে কিছু ব্যক্তি ভাঙচুর ও জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে বলপ্রয়োগ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা নষ্টের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার কাজ চলছে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সবার থাকলেও হিংসা, ভাঙচুর বা সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাটনা ও লখিসরাই ছাড়াও গয়া, সাহারসা, সাসারাম, আরা এবং ছাপড়াতেও বন্ধের প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন। গয়ার গুরুত্বপূর্ণ মোড়, রেলস্টেশন এবং বাস টার্মিনালে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। সাহারসায় কচহরি চক এলাকায় যান চলাচল অবরুদ্ধ করা হয়। সাসারাম ও আরাতেও বিক্ষোভ হয়। ছাপড়ায় পৌরসভা চকে ছাত্রদের অবস্থান বিক্ষোভের ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

আশিস সাহা

● **প্রথম পাতার পর**

ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে বলে জানান তিনি।

টিপিসিসি সভাপতি বলেন, কংগ্রেসের দাবি ছিল শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা, পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করা এবং ছাত্রছাত্রীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

আশিস সাহা অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমদিকে ছাত্রদের দাবির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ছাত্র ও যুবসমাজ যখন দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামে, তখন সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার পরিবর্তে পুলিশি পদক্ষেপ ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বেড়ে যায় বলে দাবি করেন তিনি।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ প্রসঙ্গে আশিস সাহা বলেন, এটি ছাত্র আন্দোলনের জয় এবং গণতন্ত্রের জয়। দেশের যুবসমাজ ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে যে লড়াই করেছে, তারই প্রতিফলন এই সিদ্ধান্ত।

তিনি দাবি করেন, এই সাফল্য শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর নয়, বরং দেশের প্রতিটি ছাত্র ও যুবকের, যারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

তবে আশিস সাহা জানান, কংগ্রেসের আন্দোলন এখানেই শেষ হচ্ছে না। ছাত্রদের ওপর কথিত দমনমূলক পদক্ষেপের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পরীক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার এবং আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তিনি আরও দাবি করেন, এই ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আশিস সাহা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

অবদান প্রশংসনীয়

● **প্রথম পাতার পর**

ভবিষ্যৎ জনজীবনের জন্য শুভকামনা জানান। অন্যদিকে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর সমগ্র কর্মজীবন তরুণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের কর্মী থেকে দেশের শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার যাত্রাপথই প্রমাণ করে যে, তাঁর কাছে শিক্ষা কেবল একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

তিনি বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ যে যুবসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলএই বিশ্বাস থেকেই ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষা সংস্কারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিমা ভৌমিক আরও বলেন, জনজীবনে সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলেও একজন ব্যক্তির মূল্যায়ন তাঁর দীর্ঘমেয়াদি অবদানের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর বিদায়ের মুহূর্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গীকার, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিষ্ঠা এবং জাতি গঠনে অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানান তিনি।

এআই-নির্মিত ডিপফেক ভিডিও ঘিরে পুলিশে অভিযোগ পীযূষ গয়ালের, জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তাঁর সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিও বিকৃত করে তৈরি করা একটি ডিপফেক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে ভুয়ো তথ্য প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। শনিবার তিনি জানান, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে গয়াল বলেন, সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের ফুটেজ এআই-এর সাহায্যে বিকৃত করে একটি ডিপফেক ভিডিও তৈরি করা হয়েছে এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে।

তিনি জানান, এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শনিবার ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে চাণক্যপুরী থানায় এফআইআর (নং ১২৩/২৬) নথিভুক্ত হয়েছে। ভুয়ো ভিডিও তৈরি, প্রচার বা জেনেশুনে ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

এআই-এর অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে গয়াল বলেন, 'মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিদ্বেষমূলক ব্যবহার কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না।' তিনি সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র সরকারি ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তাঁর বিশ্বাস, দেশের সচেতন ও প্রযুক্তি-সচেতন নাগরিক, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, এই ধরনের এআই-নির্মিত ভুয়ো প্রচারের ফাঁদে পা দেবে না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দেশজুড়ে চলা ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে পীযূষ গয়াল নাকি আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উদ্দেশে হুমকিমূলক মন্তব্য করেছেন। পরে জানা যায়, ভিডিওটি সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী কথোপকথনের ফুটেজ ব্যবহার করে এআই-এর মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে।

ওই মূল সাংবাদিক বৈঠকে গয়াল নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি সংসদের ভেতরে বক্তব্য রাখতে চাইলেও বিরোধীদের লাগাতার হট্টগোলের কারণে তা সম্ভব হয়নি। একইসঙ্গে তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংসদের সভাপতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের অভিযোগও তুলেছিলেন।

প্রথাগত সংবাদমাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়েছি, আমি না থাকলে দর্শক-শ্রোতাও থাকবে না: ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি এখন আর প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন না; বরং সামাজিক মাধ্যমকেই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, তিনি ক্ষমতায় না থাকলে বহু সংবাদমাধ্যম দর্শক ও পাঠক হারিয়ে আর্থিক সংকটে পড়বে।

হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস ডিনারে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প মূলধারার সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করেন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছনোর কৌশলের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, 'আমি প্রথাগত সংবাদমাধ্যমকে ছেড়ে দিয়েছি। টিকটককে আমি এক নম্বরে।' ট্রাম্পের দাবি, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে যে প্রচলিত সংবাদমাধ্যমের ওপর নির্ভর না করেও মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব।

ট্রাম্প আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমের পাঠকসংখ্যা ও টেলিভিশনের টিআরপি অনেকটাই তাঁকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। তাঁর কথায়, 'তোমরা জানোই না কতটা ভাগ্যবান। আমি চলে গেলে তোমাদের সবাইকে দেউলিয়া হতে হবে। তখন আর খবর করার মতো কেউ থাকবে না। অন্য কাউকে নিয়ে মানুষের কোনও আগ্রহ নেই।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে নিজের বর্তমান সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তিনি জানান, হোয়াইট হাউসে ফেরার পর একসময় তাঁর অভিযোগ ছিল, সাংবাদিকরা আর যোগাযোগ করছেন না। পরে তিনি নিজেই নিজের মোবাইল নম্বর সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম সাংবাদিকদের আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিই। জীবনের সবচেয়ে বোকামির কাজ সেটাই করেছি।' তাঁর দাবি, এখন প্রতি ৩.৭ মিনিট অন্তর সাংবাদিকদের ফোন আসে। তিনি সাংবাদিকদের ফোন করার সময় নিজেদের পরিচয় দেওয়ারও পরামর্শ দেন। তাঁর কথায়, নাম না থাকলে তিনি ফোন ধরতে পারেন না।

ট্রাম্প বলেন, তিনি অনেক সময় সাংবাদিকদের ফোন ধরেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস, সরাসরি কথা বললে সংবাদ পরিবেশন আরও নির্ভুল হয়। 'সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা না বললে সাধারণত খারাপ খবরই প্রকাশিত হয়। আর কথা বললে অন্তত ভালো খবর হওয়ার একটা সুযোগ থাকে,' বলেন তিনি।

যদিও বক্তব্যের বড় অংশজুড়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করেন, তবুও ট্রাম্প দাবি করেন যে তিনি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'এই ঘরে উপস্থিত সবার চেয়ে আমিই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বেশি বিশ্বাস করি। হয়তো না।'

নিজেকে 'ইতিহাসের সবচেয়ে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রেসিডেন্ট' বলেও দাবি করেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা করে বলেন, বাইডেন খুব কমই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

বক্তব্যের শেষ দিকে ট্রাম্প সাংবাদিকদের পেশার প্রতি সম্মানও জানান। তিনি বলেন, 'এই ঘরে উপস্থিত মানুষদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। অনেক সময় মনে হয় আপনারা আমার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করেন না। তবে অনেক সময় খুবই ন্যায্য আচরণও করেন। আপনাদের পেশার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে।'

এর আগে অনুষ্ঠানে ট্রাম্প রসিকতা করে বলেন, তিনি নাকি '৯৩ শতাংশ নেতিবাচক প্রচার' পান। এ সময় তিনি সিএনএনের সাংবাদিক ক্যাটলিন কলিন্স-সহ কয়েকজন সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে হালকা মেজাজে মন্তব্য করেন এবং সাংবাদিকতায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য কলিন্সকে অভিনন্দনও জানান।

অন্যদিকে, ট্রাম্পকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে বিদায়ী হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওয়েইজিয়া জিয়াং বলেন, সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করা গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে দুর্বল করার চেষ্টা মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর সুরক্ষার জন্য হুমকি হতে পারে।

এসভিইপি-র সহায়তায় গড়ে উঠেছে ৪.৩২ লক্ষ গ্রামীণ উদ্যোগ, উপকৃতদের ৮৬ শতাংশই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): স্টার্ট-আপ ভিলেজ এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম (এসভিইপি)-এর আওতায় চলতি বছরের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত দেশের গ্রামীণ এলাকায় ৪.৩২ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে উদ্যোক্তাদের লাভ, আয় এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসভিইপি-র আওতায় থাকা উদ্যোক্তাদের প্রায় ৮৬ শতাংশই তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) অন্তর্গত। অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক উদ্যোগকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের (এসআরএলএম) মাধ্যমে পরিচালিত এই কর্মসূচিতে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন-এন্টারপ্রাইজ প্রোমোশন (সিআরপি-ইপি), ব্যাঙ্ক সংযোগ এবং প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসভিইপি-র পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে।

সরকারের দাবি, দারিদ্র্য হ্রাস, স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এই কর্মসূচি একটি কার্যকর মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সরকার জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসভিইপি-র সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মোট ৯৪২.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রকল্প চালুর পর থেকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত যে ১১২.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার তুলনায় এই বরাদ্দ প্রায় ৭৩৮ শতাংশ বেশি।

প্রতি ব্লকের জন্য ৬.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিধান রয়েছে এবং প্রতিটি উদ্যোগে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭,০৮৩ টাকা। সরকারের মতে, শক্তিশালী সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেলে গ্রামীণ উদ্যোক্তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে মহিলা, এসসি-এসটি সম্প্রদায় এবং প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই প্রকল্প স্থানীয় মানুষের স্বপ্নকে টেকসই উদ্যোগে রূপান্তরিত করছে। এর ফলে আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় বাড়ানো এবং পরিবারের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিআরপি-ইপি-দের রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি যৌথভাবে পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচন করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যাঁদের ব্যবসা পরিচালনা ও প্রাথমিক গণিতের দক্ষতা রয়েছে। এছাড়া, অন্তত ৯০ শতাংশ সিআরপি-ইপি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিবার থেকে নির্বাচিত হন এবং তাঁদের মধ্যে ন্যূনতম ৬০ শতাংশই মহিলা। প্রত্যেক সিআরপি-ইপি সর্বাধিক ৫০টি উদ্যোগকে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং ঋণ পেতে সহায়তা প্রদান করেন।

নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে রাজনীতি নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারেই জোর দেওয়া উচিত: মায়াবতী

লখনউ, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে চলা রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী বলেছেন, এই ইস্যুতে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে মায়াবতী বলেন, নিট-ইউজি-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং তার জেরে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদে গঠিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র উদ্যোগে নয়াদিল্লির জন্তর মন্তরে যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে, তা সাধারণ মানুষের ব্যাপক সহানুভূতি অর্জন করেছে।

তবে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকে সরকারি জবাবদিহিতার প্রশ্ন হিসেবে সামনে আনার ফলে শাসক ও বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় জরুরি সংস্কারের মূল বিষয়টি আড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মায়াবতীর অভিযোগ, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। রাস্তায় আন্দোলন থেকে শুরু করে সংসদের বিতর্কসব ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা স্পষ্ট বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, সরকার ও বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংঘাত রাজ্যগুলিতেও প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা অশান্ত পরিস্থিতির রূপ নিতে পারে। তাই দলীয় কর্মীদের সতর্ক ও সংযত থাকার পরামর্শ দেন বিএসপি প্রধান।

মায়াবতীর মতে, বিষয়টি এখন অতিরিক্ত রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। জন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত ও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

তিনি উল্লেখ করেন, এই সংঘাতের জেরে সংসদের চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশন এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একদিনও চলতে পারেনি। ফলে জাতীয় ও জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সিজেপি-র নেতৃত্বে চলা আন্দোলন মোকাবিলায় কেন্দ্রের পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেন মায়াবতী। তাঁর দাবি, সরকারের উদ্যোগ মূলত প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটার পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল। কিন্তু এ ধরনের গুরুতর অপরাধ যাতে আগেই রোধ করা যায়, সেই ধরনের কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এর ফলেই সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেও দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে মায়াবতী আহ্বান জানান, তাঁরা যেন উত্তেজিত বা হতাশ না হয়ে দলের আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান।

ইস্তফা

● **প্রথম পাতার পর**

কোনও ছাত্র যাতে অন্যায়ের শিকার না হয়, সে বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

তিনি অভিযোগ করেন, পুনঃপরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় দায়িত্বশীল পদে থাকা কিছু ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন, যা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।

পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন, গত ১০ দিনের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এটি আমার ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় নয়। দেশের ঐক্য অটুট রাখা, কোনও ভারতীয় ছাত্রের ভবিষ্যৎ যাতে আইনি জটিলতায় না জড়ায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।

শেষে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, দেশসেবাই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভগবান জগন্নাথের আশীর্বাদে ভবিষ্যতেও ওড়িশার মানুষ, দেশের যুবসমাজ এবং মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে যাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে অতিরিক্তভাবে শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। নতুন শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রহ্লাদ যোশী অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

সিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

এবং এই সংস্কারগুলি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেপি নেতৃত্ব

● **প্রথম পাতার পর**

দশকের জনজীবনে দায়িত্ববোধ ও নীতির প্রতি অঙ্গীকারেরই ধারাবাহিকতা।

সাওয়ান্ত স্মরণ করিয়ে দেন, ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের নেতৃত্ব, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে কোটি কোটি পরিবারের কাছে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া এবং পরে শিক্ষামন্ত্রক পরিচালনাপ্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মেন্দ্র প্রধান নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দেশসেবা করেছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে তাঁর নেতৃত্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ধর্মেন্দ্র প্রধান ভবিষ্যতেও ''বিকশিত ভারত'' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রমোদ সাওয়ান্ত।

মশাল মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

সংগঠনগুলি ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। দেশের ছাত্র-যুবসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই গণতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায়ের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

টাইফয়েডে আক্রান্ত অভিজিৎ দিপকে, তবু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে শনিবার জানিয়েছেন, তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত। তবে অসুস্থতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে দিপকে লেখেন, 'আমার টাইফয়েড ধরা পড়েছে। কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে।'

একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, গত কয়েক দিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে টাইফয়েড ধরা পড়েছে এবং বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। প্রতিদিন সকালে তাঁকে শিরায় স্যালাইন (আইভি ড্রিপ) দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সকল সমর্থককে ধন্যবাদ জানিয়ে দিপকে বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টাতেই আন্দোলন সফল হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত থাকলে শেষ পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতেই হবে।এদিকে, সিজেপি জানিয়েছে, প্রশ্নফাঁস রুখতে শিক্ষা সংস্কার এবং ''দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, ২০২৪''-এ সংশোধনের সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানালেও তাদের মূল দাবি এখনও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।

কেন্দ্রের সঙ্গে তৃতীয় দফার বৈঠকের আগে শনিবার সকালে সিজেপি-র মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, সরকার যদি ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণে রাজি না হয়, তাহলে বৈঠকের কোনও অর্থ নেই।রাঙ্কা জানান, শুক্রবারের বৈঠকে ক্ষতিপূরণ এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিগত ইতিবাচক সাড়া মিলেছে এবং এদিন লিখিত আশ্বাস পাওয়ার আশা রয়েছে। তবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি।তিনি আরও বলেন, মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে যে ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করবেন না। যদি সেটাই সরকারের অবস্থান হয়, তাহলে এই বৈঠকগুলির কোনও অর্থ নেই। সেক্ষেত্রে সিজেপি তাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করবে।এদিকে প্রশ্নফাঁস বিতর্কের মধ্যে কেন্দ্র সরকার শিক্ষা সচিবকে বদলি করেছে এবং জাতীয় পরীক্ষণ সংস্থার (এনটিএ) ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে রাঙ্কা বলেন, শুধু এই পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। তাঁর দাবি, চূড়ান্ত জবাবদিহি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর, কারণ প্রশ্নফাঁসের ঘটনাগুলির জন্য এবং নিট প্রশ্নফাঁসের পর আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের ঘটনার জন্য তিনিই সরাসরি দায়ী। তাই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশ্নফাঁস রুখতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠন এবং কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ''দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, ২০২৪''-এ সংশোধনের খসড়া বিল অনুমোদন করেছে।নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, সংঘবদ্ধভাবে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত আইনে ব্যক্তিগতভাবে জড়িতদের জন্য ৩ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং সংঘবদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ন্যূনতম ১ কোটি টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

গরু চুরির অভিযোগে দুই ভাই আটক, উদ্ধার চারটি গবাদি পশু ও পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি

আগরতলা, ২৫ জুলাই: গরু চুরির অভিযোগে দুই ভাইকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে চারটি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি গরু পাচারে ব্যবহৃত একটি বলেরো গাড়িও আটক করেছে পুলিশ।

ধৃতরা হলেন মহাসিম মিয়া ও ওয়াসিম মিয়া। তারা সম্পর্কে দুই ভাই। তাদের বাড়ি কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত পুটিয়া মোল্লা চৌমুহনী এলাকায়।

জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত কড়ুই মুড়া এলাকা থেকে চারটি গবাদি পশু চুরি হয়। ধৃতদের কাছ থেকে টিআর-০১-ডি-১৭৩৯ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ি আটক করা হয়েছে। অভিযোগ, ওই গাড়ি ব্যবহার করেই গবাদি পশু পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

গবাদি পশুগুলির মালিক সঞ্জিত দেববর্মা, আজিলা দেববর্মা এবং রবি দেববর্মা। চুরির ঘটনা জানতে পেরে শনিবার তাঁরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় এসে অভিযোগ জানান।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে চারটি গবাদি পশুসহ দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরেই অসমে ভয়াবহ বন্যা, পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (আইএএনএস): অসমে চলতি বন্যা মূলত নদীর স্বাভাবিক প্লাবনের কারণে নয়, বরং স্বাভাবিকের তুলনায় ৪০০ শতাংশেরও বেশি অতিবৃষ্টির জেরেই এই বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার তিনি বলেন, বন্যায় ইতিমধ্যেই ২,০০০-রও বেশি গ্রামের প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার জেলাশাসক ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবারের বন্যার ব্যাপ্তি নজিরবিহীন। এটি স্বাভাবিক নদীভাঙন বা প্লাবনের ঘটনা নয়, বরং ৪০০ শতাংশেরও বেশি অতিবৃষ্টির ফলে এত বড় বিপর্যয় হয়েছে।'

পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ তদারকির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে মন্ত্রীদের পাঠানো হয়েছে। আগামী দু''তিন দিনের মধ্যে তিনি নিজেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, বর্তমানে রাজ্যের ১৬২টি ত্রাণ শিবিরে ৪১ হাজারেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৪ হাজার কুইন্টালের বেশি চাল, ২ হাজার কুইন্টাল ডাল, ৫৮,৮২০ লিটার সর্ষের তেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এই ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ আরও জোরদার করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে ১১১ কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে আরও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

তিনি প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, রাজ্যের একাধিক নদীর জল এখনও বিপদসীমার উপরে বা তার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও প্রাণিসম্পদ দফতরের মোবাইল মেডিক্যাল দল মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে দুর্গত মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে কোনও সংক্রামক রোগ না ছড়ায় এবং দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া গ্রামগুলিতে পৌঁছনো এবং আকাশপথে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে হারানো দুটি মোবাইল উদ্ধার, মালিকদের হাতে তুলে দিল যাত্রাপুর থানার পুলিশ

যাত্রাপুর, ২৫ জুলাই: অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হারিয়ে যাওয়া দুটি স্মার্ট মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি মোবাইল মালিকরা যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা লক্ষ্য করা গেছে।

শনিবার যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, উদ্ধার হওয়া দুটি মোবাইলের মালিক ভবানীপুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে একজন হলেন শোলাল দাস এবং অপরজন সমীর দেবনাথ।

জানা গেছে, উভয় ব্যক্তি তাদের মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার পর যাত্রাপুর থানায় এসে বিষয়টি পুলিশকে জানান। এরপর পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে মোবাইল দুটি উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিইআইআর পোর্টাল-এর মাধ্যমে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত এক ব্যক্তির কাছ থেকে। অন্য মোবাইলটি উদ্ধার করা হয় যাত্রাপুর থানার পার্শ্ববর্তী এলাকার এক ব্যক্তির কাছ থেকে।

পরে পুলিশ দুই মোবাইল মালিকের হাতে তাদের হারিয়ে যাওয়া ফোন তুলে দেয়। মোবাইল ফিরে পেয়ে তাঁরা যাত্রাপুর থানার পুলিশকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পুলিশের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও মোবাইল হারানোর একাধিক অভিযোগ যাত্রাপুর থানায় জমা পড়েছিল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই হারানো মোবাইল উদ্ধারের ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ ছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার করে দুটি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে দেওয়ায় যাত্রাপুর থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পুলিশের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে মানুষের আস্থা আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

নোটিশ দিয়ে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা, বিডিওর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও হয়রানির অভিযোগ

কৈলাসহর, ২৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যোগ্য উপভোক্তাদের ঘর না দিয়ে অযোগ্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা এবং অভিযোগ জানাতে আসা সাধারণ মানুষকে নোটিশ দিয়ে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে গৌরনগর ব্লকের বিডিও অঙ্কার দেবের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, সম্প্রতি গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় বিনামূল্যে সরকারি ঘর প্রদানের জন্য বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালানো হয়। বহু ক্ষেত্রে যোগ্য আবেদনকারীদের বাড়িতে দু'দফা সমীক্ষাও করা হয়। কিন্তু পরে প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, বহু প্রকৃত দরিদ্র ও যোগ্য পরিবারের নাম নেই। অভিযোগ, পরিবর্তে যাদের পাকা দ্বিতল বাড়ি রয়েছে কিংবা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, তাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে তালিকায় নাম না থাকার কারণ জানতে চাইলে পঞ্চায়েত সচিবরা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তাঁদের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেই অনুযায়ী বহু মানুষ গৌরনগর ব্লকের বিডিও অঙ্কার দেবের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। কেউ অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার অভিযোগ জানান, আবার কেউ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের নাম বাদ পড়ার বিষয়টি তুলে ধরেন।

এমনই এক অভিযোগকারী গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কীর্তনথলি গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত সিনহা। তিনি জানান, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সমস্ত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করলেও তাঁর নাম তালিকায় নেই। অথচ তাঁর বাড়িতে দু'বার সমীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রশান্ত সিনহার অভিযোগ, লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর বিডিওর পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দিষ্ট দিনে সকাল ১০টায় সমস্ত নথিপত্রসহ ব্লক অফিসে হাজির হওয়ার জন্য লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়। একই ধরনের নোটিশ আরও বহু ঘরবঞ্চিত মানুষকেও পাঠানো হয়।

অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে সকলেই ব্লক অফিসে উপস্থিত হলেও যাঁরা অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ সাহা কথা বলেন। কিন্তু যাঁরা নিজেদের বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বিডিও বা প্রশাসনের অন্য কোনও আধিকারিক কথা বলেননি। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরও তাঁদের অভিযোগ শোনা হয়নি।

প্রশান্ত সিনহার দাবি, নোটিশ দিয়ে ডেকে এনে তাঁদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। এতে তাঁরা অপমানিত ও প্রতারিত বোধ করছেন।

ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ ঘরবঞ্চিত উপভোক্তারা গৌরনগর ব্লকের বিডিও অঙ্কার দেবের বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে গৌরনগর ব্লক প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

অক্সিলিয়াম গার্লস স্কুলে 'আউক্সি ইগনিট এনোএল এক্সিবিশন ২০২৬', ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভার প্রকাশ

আগরতলা, ২৫ জুলাই: ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের লক্ষ্যে অক্সিলিয়াম গার্লস স্কুল, আগরতলার উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো 'আউক্সি ইগনিট এনোএল এক্সিবিশন ২০২৬'।

এই প্রদর্শনীতে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশ, শিল্প ও কারুশিল্প বিষয়ক বিভিন্ন মডেল ও প্রজেক্ট উপস্থাপন করে। ছাত্রীদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইপিএস অফিসার শ্রী অবলা রমেশ রেড্ডি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। প্রধান অতিথি ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, "এই ধরনের প্রদর্শনী ছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা জোগায়। আগরতলার মেয়েরা যে কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই, এই প্রদর্শনী তারই প্রমাণ।" বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে খুলছে না স্কুল, পঠন-পাঠন ব্যাহত: মান্দাইয়ের শান্তারাম পাড়া এসবি স্কুল নিয়ে অভিযোগ

আগরতলা, ২৫ জুলাই: মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত হারবাং ভিসি এলাকার শান্তারাম পাড়া এসবি স্কুল নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। নির্ধারিত সময়ে স্কুল না খোলায় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পঠন-পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন সকাল ৮টায় স্কুল খোলার কথা থাকলেও বুধবার সকাল ১১টা পর্যন্ত স্কুলের দরজা বন্ধ ছিল। এর ফলে বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, বিদ্যালয়ের ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছেন সহদেব দেববর্মা। স্থানীয়দের দাবি, এই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র সাতজন এবং শিক্ষক রয়েছেন দুজন। কিন্তু নিয়মিতভাবে স্কুল খোলা হয় না এবং সঠিকভাবে পঠন-পাঠন পরিচালিত হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

বিলোনিয়ার মাইছড়া-কলাবাড়িয়ায় চার দিনব্যাপী সাঁই বাবার বাৎসরিক মহোৎসব ২৭ জুলাই থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া-কলাবাড়িয়ায় অবস্থিত জেলার একমাত্র শ্রীশ্রী সাঁই বাবা মন্দিরে আগামী ২৭ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী সাঁই বাবার বাৎসরিক মহোৎসব ও ভক্ত মিলন—২০২৬। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অখণ্ড নামসংকীর্তন, গুরু পূর্ণিমার বিশেষ পূজা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসব উদযাপিত হবে।

মহোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় গঙ্গাআনয়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে। এরপর শুরু হবে অখণ্ড নামকীর্তন। ২৮ জুলাই সারাদিনব্যাপী চলবে নামসংকীর্তন। ২৯ জুলাই পবিত্র গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ পূজা-অর্চনার পাশাপাশি দুপুর ২টা থেকে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ৩০ জুলাই সকালে নগর পরিক্রমার মাধ্যমে মহোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আয়োজকদের আশা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বাইরের রাজ্য থেকেও বহু ভক্ত এবং প্রখ্যাত কীর্তনীয়া দল এই মহোৎসবে অংশ নেবেন। প্রতি বছরের মতো এবারও মন্দির প্রাঙ্গণ ভক্তদের এক মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে তাঁদের প্রত্যাশা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহোৎসব কমিটির সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক অরুণ মজুমদার, সহ-সভাপতি সুব্রত দাস, অনিল মজুমদারসহ অন্যান্য সদস্যরা।

মহোৎসব কমিটির সদস্যরা জানান, স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র মজুমদারের আদর্শ ও দেখানো পথ অনুসরণ করে প্রতিবছরের মতো এবারও সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উৎসব আয়োজনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতে, এই মহোৎসব কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং সাঁই ভক্তদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার এক মহামিলন। তাই রাজ্যের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে সাঁই বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ ও মহাপ্রসাদ গ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

কোনাবন থেকে রোহিঙ্গা পাচারের অভিযোগ, ধাওয়ার পর অটোচালক আটক; মধুপুরে উত্তেজনা

আগরতলা, ২৫ জুলাই: কোনাবন এলাকা থেকে দুইজন রোহিঙ্গাকে নিয়ে আগরতলা রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার অভিযোগে এক অটোচালককে ধাওয়া করে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

আটক অটোচালকের নাম রতন দাস। তাঁর বাড়ি আমতলী থানার অন্তর্গত বিবেকনগর এলাকায়। আটক অটোর নম্বর টিআর০১ই৪৪৯৩।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কোনাবন এলাকা থেকে দুইজন রোহিঙ্গাকে নিয়ে রতন দাসের অটোটি মধুপুর হয়ে আগরতলা রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিল বলে বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল। অভিযোগ, কোনাবন এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা অটোটি থামানোর সংকেত দিলে চালক গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করেন। এরপর বিএসএফ প্রায় আট থেকে দশ কিলোমিটার ধাওয়া করে মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় অটোটি আটক করে।

অভিযোগ, বিএসএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অটো থেকে ওই দুই রোহিঙ্গা পালিয়ে যায় বা তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিএসএফ অটোচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এ সময় তাকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রতন দাসকে বিএসএফের কাছ থেকে উদ্ধার করে অটোসহ থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনার পর মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় জমে এবং কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী সংলগ্ন জঙ্গল ও আশপাশের বিভিন্ন বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলেও অভিযুক্ত দুই রোহিঙ্গার কোনো সন্ধান মেলেনি।

এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, রাধানগর, কোনাবন ও হরিহরদুলা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চোরাই মোটরসাইকেল ও অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে আসছে। তাঁদের দাবি, কিছু দালালচক্রের মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলেও বিষয়টি রোধে আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

ধর্মনগরে ছাত্র ও নাগরিকদের বিক্ষোভ, অংশগ্রহণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক

ধর্মনগর, ২৫ জুলাই: দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের ওপর কথিত হামলার প্রতিবাদে শনিবার ধর্মনগরে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। 'সচেতন নাগরিক ও ছাত্র সমাজ'-এর ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচি সকাল ১১টায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিক্ষোভ মিছিলটি ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয় এবং এতে কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নিরুপম দে, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দ্বিগবিজয় চক্রবর্তী, পিএসসি সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য এবং কেবল নন্দীসহ অন্যান্য নেতারা।

সমালোচকদের একাংশের অভিযোগ, ছাত্র ও নাগরিকদের নামে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং ছাত্রদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিক্ষোভকারীরা দিল্লির সাম্প্রতিক ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও নাগরিকদের বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ধরনের মতপার্থক্য ও বিতর্কও দেখা দিয়েছে।

সাংবাদিক ও পরিবারের জন্য আগরতলা প্রেসক্লাব-আইএলএস হাসপাতালের যৌথ স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২৫ জুলাই: সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আগরতলা প্রেসক্লাব ও আইএলএস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। গত ২২ ও ২৩ জুলাই শিবিরের প্রথম পর্যায়ে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেই সমস্ত পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করে আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে আইএলএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

শিবিরে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। চিকিৎসা পরিষেবা নিতে সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আগরতলা প্রেসক্লাব ও আইএলএস হাসপাতালের এই যৌথ উদ্যোগকে সাংবাদিক মহল স্বাগত জানিয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

আগরতলা বিমানবন্দরের বাইরে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ, উবার ব্যবহার করতেই বাধার মুখে যাত্রীরা

আগরতলা, ২৫ জুলাই: আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের বাইরে ফের যাত্রী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর অটোচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে একাধিক যাত্রীর দাবি, বিমানবন্দর থেকে উবার বুক করে বের হতে গেলেই কিছু অটোচালক আপত্তি জানাচ্ছেন, অশোভন আচরণ করছেন এবং যাত্রীদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে ফেলছেন।

এমনই এক যাত্রীর অভিযোগ, শনিবার বিমানবন্দর থেকে উবার ব্যবহার করতে গিয়ে তিনিও একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তাঁর দাবি, অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা গাড়িতে উঠতে গেলে কয়েকজন অটোচালক বাধা দেন, যার জেরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, এর আগেও আগরতলা বিমানবন্দরে অ্যাপ-ভিত্তিক ট্যাক্সি পরিষেবা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ সামনে এসেছে। একই সঙ্গে, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিমানবন্দরে উবার-এর মতো অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহন পরিষেবা চালুর উদ্যোগের কথাও অতীতে জানিয়েছিল রাজ্য সরকার।

যাত্রীদের একাংশের দাবি, বিমানবন্দরের বাইরে পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। পাশাপাশি, যাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে নিজেদের পছন্দের পরিবহন পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিও উঠেছে।

জোলাইবাড়িতে 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর আওতায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২৫ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত রামরাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শনিবার 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর আওতায় এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ, বিভিন্ন রোগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা এবং ওষুধ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন রোগীদের জন্য রেফারেল পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সদস্য শম্ভু মানিক, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি মণ্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় আধুনিক ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত সাধারণ মানুষ সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য এই ধরনের শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, আগামী দিনেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য রয়েছে।

যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ, স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ

আগরতলা, ২৫ জুলাই : উদয়পুরের দাতারাম এলাকার ১৮ বছর বয়সী তাহিমা আক্তার স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় এক বছর আগে চন্দ্রপুর খিল এলাকার নাহিম উদ্দীনের সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি মেনে তাহিমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই স্বামী নাহিম উদ্দীন এবং শাশুড়ি মিরুম বিবি তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন বলে অভিযোগ।

তাহিমার দাবি, বাপের বাড়ি থেকে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা এনে দেওয়ার জন্য প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর করা হতো। পাশাপাশি বিভিন্ন অজুহাতে তাঁকে ঘরবন্দি করে রাখা হতো বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন নির্যাতন সহ্য করার পর শনিবার রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় স্বামী নাহিম উদ্দীন ও শাশুড়ি মিরুম বিবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাহিমা আক্তার।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কি না এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায়নি।

শংকরপুর এলাকার উন্নয়ন খতিয়ে

● আটের পাতার পর

এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি মণ্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, মহুরীপুর আর.এফ. গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ বসু, উপপ্রধান লালু পাল-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা জানান, এলাকার উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে স্থানীয় মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ধর্মনগরে ছাত্রদের ওপর হামলার

● আটের পাতার পর

প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।

ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন প্রতিবাদকারী ছাত্ররা।

আমবাসায় ছড়া থেকে উদ্ধার মানব কঙ্কাল

● আটের পাতার পর

পাশাপাশি ডি সি এম পূজা রিয়াং, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল এবং ধলাই জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

ডি সি এম-এর উপস্থিতিতে ফরেনসিক টিম মানব কঙ্কালটির প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনাও সংগ্রহ করা হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কিশোর উঁচুই জানান, শনিবার সকালে নতুন পল্লী এলাকার চান্দ্রাই ছড়া থেকে একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, প্রায় এক মাস আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। দেহে কোনো মাংস না থাকায় ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন জলে পড়ে থাকার কারণে বা জলের স্রোতে তা ধুয়ে গেছে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে এটি একজন পুরুষের কঙ্কাল বলে মনে হচ্ছে। তবে কঙ্কালটির পরিচয়, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং এটি কীভাবে সেখানে এল, তা ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট ও তদন্তের পরই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হবে।

ঘটনার পর গোটা নতুন পল্লী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে আমবাসা থানার পুলিশ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
26-07-2026, 00:57

প্রাঙ্গন

গোলশূন্য ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করলো বীরেন্দ্র ক্লাব ও সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আজকের বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচটি গোলশূন্য সমতায় শেষ হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের নৈশালোকে ১৬তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বীরেন্দ্র ক্লাব এবং সরোজ সংঘ। চলতি লিগে এটি ছিল দুই দলেরই চতুর্থ ম্যাচ। পুরো খেলা জুড়েই উভয় দলের ফুটবলারদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেলেও কাঙ্ক্ষিত গোলের মুখ খুলতে পারেনি কোনো পক্ষই। ম্যাচটি বেশ উত্তাপপূর্ণ ছিলখেলার ২৩ মিনিটে বীরেন্দ্র ক্লাবের শক্তি ত্রিপুরা এবং ৬৪ মিনিটে সোহেল মিয়াকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। অন্যদিকে, ৫৮ মিনিটে সরোজ সংঘের সান্তাজয় রিয়াংও হলুদ কার্ডের সতর্কবার্তা পান। মাঠ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ নাথ ও অরিন্দম মজুমদার।পয়েন্ট তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, আজকের ড্রয়ের ফলে দুই দলের অবস্থানের ভিন্ন চিত্র ভেসে ওঠে। সরোজ সংঘ তাদের চার ম্যাচের দুটিতে জয় পেয়ে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে; তারা প্রথম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছিল, তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরে যায় এবং তৃতীয় ম্যাচে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। অপরদিকে, বীরেন্দ্র ক্লাবের জন্য চলতি লিগের সফরটা বেশ কাঠখড় পোড়ানোর মতো। আগের তিনটি ম্যাচের প্রতিটিতেইযথাক্রমে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৩, ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কাছে ০-২ এবং ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-২ গোলে পরাস্ত হওয়ার পর আজ তারা লিগের প্রথম পয়েন্টের মুখ দেখল।

পুনেতে জাতীয় জুনিয়র হকি অংশ নিতে প্রস্তুতি ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। হকি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আগামী ১২ থেকে ২৩ আগস্ট মহারাষ্ট্রের পুণেতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৬-তম জাতীয় জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতা। সর্বভারতীয় স্তরের এই মেগা আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মাঠে নামছে ত্রিপুরা রাজ্য দল। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে রাজ্যের হকি খেলোয়াড়রা। টুর্নামেন্টে ডিভিশন-সি’র ‘পুল-এ’-তে জায়গা পেয়েছে রাজ্য দল, যেখানে তাদের মুখোমুখি হতে হবে অরুণাচল প্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং রাজস্থানের বিরুদ্ধে।জাতীয় মঞ্চে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে রাজ্য দলের সার্বিক প্রস্তুতি ও অনুশীলন পর্ব শুরু হয়ে গেছে। গত ২২ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ শিবির। প্রাথমিক পর্বে আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত মেলাঘরে চলবে এই শিবির। অনুশীলন শেষে চূড়ান্ত দল গঠনের পর শেষ সাতদিনের প্রস্তুতি শিবির অনুষ্ঠিত হবে বাধারঘাটের হকি মাঠে। নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তৈরি করে টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করাই এখন রাজ্য শিবিরের মূল লক্ষ্য।

ইতালির কোচ হতে রাজি পিরলো

ড্রকার্লো আনচেলত্তিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে ব্রাজিলের ডাগআউটেই থাকতে চান তিনি। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পেপ গার্দিওলাকেও। ভেবেচিন্তে ‘না’ বলে দিয়েছেন গার্দিওলা। আপাতত কিছুদিন ফুটবলের বাইরে থাকতে চান তিনি। বাকি ছিলেন আন্দ্রেয়া পিরলো। ইতালির সম্ভাব্য কোচ হিসেবে তাঁর নামও সংবাদমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছিল কিছুদিন ধরে। সে ধারাবাহিকতায়ই জানা গেল, ইতালির ছেলেদের জাতীয় দলের কোচ হতে সম্মত হয়েছেন কিংবদন্তি।

ইতালির সংবাদমাধ্যম ‘লা গাজেত্তা দেয়ো স্পোর্ত’ জানিয়েছে, গার্দিওলা রাজি না হওয়ার পর পিরলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পাওলো মালদিনি ও বিশেষ উপদেষ্টা লিওনার্দো। ইতালির হয়ে ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই মিডফিল্ডার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিতে রাজি হন। একই খবর জানিয়েছে ইতালির আরেক সংবাদমাধ্যম ‘কোরিয়ে দেয়ো স্পোর্ত’।

‘লা গাজেত্তা দেয়ো স্পোর্ত’ আরও জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার সিরি ‘আ’র বৈঠকে মালদিনি ও লিওনার্দো নিজেদের ভাবনাটা জানান। তাঁরা ইতালির কোচ হিসেবে সেরা কাউকে চান, যাঁর সঙ্গে নিজেদের দর্শন ভাগ করে নেওয়া যায় অথবা এমন কাউকে চান যিনি ‘আমাদের মতো ভাবেন, যার সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া রয়েছে এবং আমাদের ধারণার সঙ্গে একমত’।

গার্দিওলা ও আনচেলত্তি রাজি না হওয়ার পর পিরলোর ব্যাপারটি ঠিক এখানেই মিলে যায়। ইতালিয়ান ফুটবলের নাড়িনক্ষত্র জানা পিরলো ১৩ বছর খেলেছেন ‘আজ্জুরি’দের হয়ে। সর্বকালের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের কাতারে তাঁর নামটাও থাকে। কোচিংয়েও অভিজ্ঞতা আছে। এখন দুবাই ইউনাইটেডের দায়িত্বে থাকা পিরলো জুভেন্টাসের কোচ হিসেবে এক মৌসুম দায়িত্ব পালন করেন।

‘লা গাজেত্তা দেয়ো স্পোর্ত’ জানিয়েছে, সব দিক ভেবে ৪৭ বছর বয়সী পিরলোকে ইতালিয়ান ফুটবলের পুনর্জন্মের জন্য উপযুক্ত মনে করেছে কর্তৃপক্ষ। আন্তোনিও কন্তে কিংবা রবার্তো মানচিনির মতো মেজাজি কোচের চেয়ে পিরলোর মতো কম বয়সী ও আধুনিক ফুটবলের প্রতি অনুরাগী কাউকে বেশি উপযোগী মনে করেছে তারা।

চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি সর্বশেষ তিনটি বিশ্বকাপেই খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ওদিকে পিরলোর কোচিং ক্যারিয়ার ধারেভারে আনচেলত্তি, গার্দিওলা কিংবা কন্তে-মানচিনির ধারেকাছেও নেই। কিন্তু মালদিনি বরাবরই পিরলোর মধ্যে অসাধারণ দূরদর্শিতা দেখেছেন। জাতীয় দলে দুজন সতীর্থও ছিলেন।

‘লা গাজেত্তা স্পোর্ত’ জানিয়েছে, অতীতে পিরলোর বিপক্ষে ড্রেসিংরুম সামলাতে না পারার মতো অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সেই দায়িত্ব এফআইজিসির দুই পরিচালকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন সভাপতি মালাগো। পাশাপাশি পিরলোর বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন তুললে সে বিষয়েও কঠোর অবস্থান নিতে তাঁরা প্রস্তুত বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

‘লা গাজেত্তা স্পোর্ত’ জানিয়েছে, পিরলোর সঙ্গে আলোচনা চলমান। তিনি দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। এসি মিলান ও জুভেন্টাসের সাবেক এই মিডফিল্ডার মালদিনি ও লিওনার্দোর প্রস্তাব ইতিমধ্যে লুফে নিয়েছেন। কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা ফেডারেল কাউন্সিলের না থাকলেও আগামী মঙ্গলবার বৈঠকে বসছে তারা। সেদিনই নতুন কোচ হিসেবে পিরলোর নাম ঘোষিত হতে পারে।

পিরলোর সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মালদিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা ভাবছেন।

লা গাজেত্তা দেয়ো স্পোর্ত পিরলোর সম্ভাব্য বেতন নিয়েও ধারণা দিয়েছে। তাদের মতে, মানচিনি যেখানে প্রতি মৌসুমে ২০ লাখ ইউরোতে রাজি হতেন, সেখানে পিরলোর বেতন ১৫ লাখ ইউরোর বেশি হতে পারে না। বড় কোনো চমক বা জটিলতা না থাকলে পিরলোই হতে যাচ্ছেন ইতালির নতুন কোচ। আর সেটা শিগগিরই হবে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

অল্পের জন্য হাতছাড়া পদক, কমনওয়েলথে চতুর্থ স্থানের ‘অভিশাপ’ কাটাতে ব্যর্থ অশোকও

গ্লাসগোয় আবারও ভারতকে তাড়া করল ‘চতুর্থ স্থানের অভিশাপ’। শুক্রবার এসইসি আর্মাডিলোতে পুরুষদের লাইটওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের নজির গড়েও পদক জিততে পারলেন না ভারতের অশোক মালিক। দুরন্ত লড়াইয়ের পর তিনি শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানেই সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রথম প্রচেষ্টায় ১৯৫ কেজি ও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ২০০ কেজি ওজন তোলেন অশোক। দ্বিতীয় লিফটটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সেরা। এএইচ (হালেচকো) কো-এফিসিয়েন্টে তিনি অর্জন করেন ১৪৩.৮ পয়েন্ট। দীর্ঘক্ষণ পদকের দৌড়ে ছিলেন। তবে তৃতীয় প্রচেষ্টায় ২০৫ কেজি তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় পিছিয়ে পড়েন। ১৫৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন মালয়েশিয়ার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বনি বুনিয়াউ গুস্তিন। ইংল্যান্ডের মার্ক সোয়ান ২২২ কেজি তুলে ১৫৩.৯ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতেন। নাইজেরিয়ার রোল্যান্ড এজুরুইকে কাউন্টব্যাকে রুপো পান।

হরিয়ানার সোনিপত জেলার মির্জাপুর খেরি গ্রামের বাসিন্দা ৩৭ বছর বয়সি অশোক মালিক ভারতের অন্যতম সফল প্যারা পাওয়ারলিফটার। জাতীয় পর্যায়ে তিনি ন’বার সোনা জিতেছেন। ২০১৮ এশিয়ান প্যারা গেমসে গুরুতর চোট পেয়ে তাঁর হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। চিকিৎসকদের আশঙ্কা দূর করে দীর্ঘ রিহ্যাব শেষে তিনি আবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর ২০২২ এশিয়া-ওশেনিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, হ্যাংঝৌ এশিয়ান প্যারা গেমসে ব্রোঞ্জ, ২০২৪ বিশ্বকাপে রুপো এবং প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্যক্তিগত সেরা ২০৬ কেজি তুলে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন অশোক। চলতি বছর ব্যাংককে এশিয়া-ওশেনিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে তিনি গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পদকের অন্যতম দাবিদার হিসাবেই এসেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সও শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদক এনে দিতে পারল না।

ভারতের অপর প্রতিযোগী পরমজিৎ কুমার ১৭৬ কেজি ওজন তুলে ১৩৫.৬ পয়েন্ট অর্জন করেন। পরবর্তী দুই প্রচেষ্টায় সফল না হলেও তিনি ১২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সপ্তম স্থানে শেষ করেন। অন্যদিকে, পাওয়ারলিফটিংয়ে গ্রুপ এ-তে সুমন দেবীও হতাশ করেন। তিনি শেষ করেন সাতে। গ্রুপ বি-তে ষষ্ঠ হন জসপ্রীত কৌর। উল্লেখ্য, কমনওয়েলথ গেমসের প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ের মার্জড বিভাগে কেবল তোলা ওজনের ভিত্তিতে নয়, এএইচ (হালেচকো) কো-এফিসিয়েন্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিযোগীর শরীরের ওজন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট গুণাঙ্ক প্রয়োগ করে পয়েন্ট হিসাব করা হয়, যাতে বিভিন্ন ওজন বিভাগের প্রতিযোগীদের মধ্যে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে চতুর্থ স্থান যেন এক দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে মিলখা সিংয়ের স্বপ্নভঙ্গ, ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে পিটি ঊষার এক সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে পদক হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা এখনও অনেককে স্মৃতিমেদুর করে তোলে। পরবর্তী দশকেও চতুর্থ স্থানের হতাশা থেমে থাকেনি। ২০১২ সালে শুটিংয়ে জয়দীপ কর্মকার, ২০১৬ সালে জিমন্যাস্টিকসে দীপা কর্মকার, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে অভিনব বিন্দ্রা, গলফে অদিতি অশোক এবং টেনিসের মিক্সড ডাবলসে রোহন বোপান্না-সানিয়া মির্জাও পদকের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানেই থেমে গিয়েছিলেন। এবারের কমনওয়েলথেও সেই আক্ষেপ ঘুচল না। তবে এটা সবে শুরু। আশা, ভারতের হাত ধরে অনেক অনেক পদক আসবে। ঠিক এই কথাটাই ভারতীয় অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এবংরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

প্রথম জয়ের খোঁজে আজ মুখোমুখি স্পোর্টস স্কুল ও পুলিশ রিক্রিয়েশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) পরিচালনায় আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া দুই দল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় টুর্নামেন্টের ১৭তম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। চলতি লিগে এটি উভয় দলের জন্যই চতুর্থ ম্যাচ হতে চলেছে। টুর্নামেন্টে নিজেদের অবস্থান মজবুত করা এবং পূর্ণ তিন পয়েন্ট ঝুলিতে তোলার লক্ষ্য নিয়েই কাল মাঠে নামবে দুই শিবির।চলতি লিগে এখনও পর্যন্ত কোনও দলই জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল তাদের প্রথম খেলায় মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করলেও, পরের দুই ম্যাচে যথাক্রমে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ এবং সরোজ সংঘের কাছে ০-১ ব্যবধানে হেরে কিছুটা ব্যাকফুটে রয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের তিনটি ম্যাচেই ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছেপ্রথম ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য এবং তৃতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে ১-১ ফলাফলে ম্যাচ শেষ করে তারা। ফলে জয়ের খরা কাটিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে কাল দুই দলের মধ্যে এক জমজমাট ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

ই-রিকশা চালক থেকে কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ!

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকের খাতা খুললেন ঝন্ডু কুমার। পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন বিহারের নালন্দার এই অ্যাথলিট। ২৯ বছরের ঝান্ডুর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে কঠিন লড়াইয়ের গল্প। একসময় বাবার সঙ্গে রাস্তার ধারে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন। কোভিডের সময়ে সংসার চালাতে ই-রিকশাও চালিয়েছেন। সেই ঝন্ডুই আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন।

গ্রুপ ‘বি’ থেকে নেমে ঝন্ডু দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১৯০ কেজি ওজন তুলে ১৩০.৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। শেষ প্রচেষ্টায় ১৯৬ কেজি তোলার চেষ্টা করলেও অল্পের জন্য সফল হননি। তবু তাঁর ১৯০ কেজির লিফটই শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে। নাইজেরিয়ার রিলুওয়ান ইদ্রিস (২০৮ কেজি, ১৩২.৮ পয়েন্ট) সোনা এবং ইংল্যান্ডের ম্যাথিউ হার্ডিং (১৯৯ কেজি, ১৩১.০ পয়েন্ট) রুপো জেতেন।

শেষ লিফট ব্যর্থ হওয়ার কারণ জানিয়ে ঝন্ডু বলেন, “বারবেলটা র্যাকে আটকে গিয়েছিল। তাই টাইমিংয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল।” তবে ভারতের প্রথম পদক জেতার আনন্দই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। পদক জয়ের পরে ঝন্ডুর কথায়, “ভারতের প্রথম পদক জিততে পেরে খুব ভালো লাগছে।

জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আজ ফ্লাডলাইটের নিচে মুখোমুখি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও নবোদয় সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে আগামীকাল, রবিবার সন্ধ্যায় মহারণে নামছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও নবোদয় সংঘ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাডলাইটের কৃত্রিম আলোয় টুর্নামেন্টের ১৮তম ম্যাচে এই দু’টি ঐতিহ্যবাহী দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। লিগ তালিকায় মূল্যবান পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই আগামীকাল দুই দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে।আগরতলায় চলতি টুর্নামেন্টে নবোদয় সংঘের এটি চতুর্থ ম্যাচ হলেও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন তাদের পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামবে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন তাদের আগের চার ম্যাচের মধ্যে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে হারায় এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে; তবে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ২-৪ ও বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৪ গোলে পরাস্ত হতে হয়েছিল তাদের। অন্যদিকে, চমৎকার ফর্মে থাকা নবোদয় সংঘ প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ ব্যবধানে বড় ধাক্কা খেলেও, পরের দুই ম্যাচেই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেছেত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১ এবং মৌচাক ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরপর দুটি জয় তুলে নিয়েছে তারা। ফলে আগামীকালের নৈশালোকে এক উত্তেজনাপূর্ণ ও হাড্ডাহাড্ডি মোকাবিলার অপেক্ষায় মাঠমুখী স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

বিশ্বকাপ শেষের পাঁচ দিন পরেও বিতর্ক থামার নাম নেই! লাল কার্ড নিয়ে ট্রাম্পের নাক গলানোয় নতুন করে সুর চড়াল হালান্ডের নরওয়ে

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পর লাল কার্ড বিতর্ক আবার খুঁচিয়ে দিল নরওয়ে। আমেরিকার ফুটবলার ফোলারিন বালোগানের শাস্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আর্লিং হালান্ডের দেশ। ফিফার কাছে সরকারি ভাবে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ)।

লাল কার্ড দেখার পরও বালোগানের শাস্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তে ফুটবলের ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করছে নরওয়ে। এই ক্ষতির জন্য তারা সরাসরি দায়ী করছে ফিফাকেই। এনএফএফ প্রধান লিস ক্লাভেনেস ‘দ্য টাইমস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “যা হয়েছে, সেটা হওয়া উচিত হয়নি। ফুটবলকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।” তিনি বলেছেন, “আমাদের বোর্ডের বৈঠকে আমি বালোগানের বিষয়টা তুলব। আলোচনার পর বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই মতো পদক্ষেপ করব। আমার কাছে প্রশ্নটা নৈতিকতার।”

ফিফার সিদ্ধান্তে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ ক্লাভেনেস বলেছেন, “প্রতিযোগিতার মাঝে ফিফা কী করে নিয়ম এ ভাবে শিথিল করতে পারে? সর্বোচ্চ সংস্থাই যদি নিয়ম ভাঙে, তাহলে খেলাটাই বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। খেলার মৌলিক নিয়মগুলোর সঙ্গে আপোস উদ্বেগজনক প্রবণতা। প্রথমত, কোনও ভাবেই এমন হওয়া উচিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, যখন নিয়ম ভাঙা হয়েছেই, তখন খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা সকলেই জানি এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বাইরের প্রভাব ছিল এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। ফিফার শীর্ষ কর্তাকে বলা উচিত, যা হয়েছে সেটা ভুল হয়েছে।” যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম সরাসরি করেননি ক্লাভেনেস।

নরওয়ের প্রাক্তন ফুটবলার ক্লাভেনেস দ্বিতীয় দফায় এনএফএফের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি কোনও ভাবেই মানতে পারছেন না বিষয়টি। ফিফা কী ভাবে বাইরের কারও কথায় প্রভাবিত হতে পারে, সেটাই তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি বলেছেন, “আমরা যদি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বা রাজনীতির সঙ্গে এ ভাবে মানিয়ে নিতে শুরু করি, তা হলে আমাদের নিজেদের এবং ফিফার ভূমিকা বদলে যাবে। এমন ঘটনা ঘটলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা আরও বেশি করে নাক গলাতে শুরু করবেন। বিশ্বকাপ ঠিক এটাই হয়েছে। বাইরের কারও কথা শুনে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও লোকজনের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। এটা গুরুত্বপূর্ণ। তা না করা হলে, ভুল হয়েছে। এবং ভুলটা ভুলই।”

৪৫ বছরের ক্লাভেনেস পেশায় আইনজীবী। তিনি বলেছেন, “বিষয়টা এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এ সব চেষ্টা করলে চলবে না। আমরা মেনে নেব না। কারণ ভুলটা খেলোয়াড়, কোচ, সমর্থক সকলের সঙ্গে হয়েছে। যেটা হয়েছে, সেটা অন্তত ফুটবলের স্বার্থে হয়নি।”

বিশ্বকাপের দল সংখ্যা বেড়ে ৪৮ হওয়ায় খুশি এনএফএফ প্রধান। তবে আগামী বিশ্বকাপ থেকেই ৬৪ দলের প্রতিযোগিতা করায় সায় নেই তাঁর। তাঁর মতে, এ ভাবে ফুটবল এগোতে পারে না। প্রতি বার দল সংখ্যা বাড়লে, উন্নতির চেষ্টা বা প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। উল্লেখ্য, বালোগান লাল কার্ড দেখার পর ট্রাম্পের দফতর থেকে ফোন যায় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কাছে। তার পরই ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আমেরিকার ফুটবলারের দু’ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি এক বছরের জন্য স্থগিত করে দেয়। ফোনের কথা বিশ্বকাপের মাঝে একাধিক বার বলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে।বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে মারামারি করে নজরে এসেছিলেন তিনি। তবু কোনও মতে শাস্তি এড়িয়ে গিয়েছেন। সাম্প্রতিক একটি বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। ফাইনালের পরেই প্রশ্ন উঠেছিল আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়ি মানসিকতা নিয়ে। স্পেন যে বিশ্বকাপ জিতবে এটা আগেই ঠিক করা ছিল বলে মত অনেকের। ফিফা সভাপতি হিসাবে জিয়ান্নি ইনফান্তিনো যাতে আবার নির্বাচিত হন, তাই নাকি স্পেনকে জোর করে জেতানো হয়েছে। সেই বিতর্কে মুখ খুলেছেন পারেদেস। আর্জেন্টিনার ফুটবলার জানিয়েছেন, যোগ্য দল হিসাবেই স্পেন জিতেছে। তারা কোনও ধরনের চক্রান্ত জাতীয় মন্তব্যকে মান্যতা দিতে রাজি নন। পারেদেস বলেছেন, “ফাইনালে স্পেন আমাদের থেকে ভাল খেলেছে। যোগ্য দল হিসাবেই ট্রফি জিতেছে। কোথায় কে কী বলছে সে সবে আমরা কান দিই না। যা শুনছি সব কথায় কান দিলে একদিন পাগল হয়ে যাব। বিশ্বকাপের আগে, মধ্যে এবং পরে অনেক কথা বলা হয়েছে। কোনও কিছুকেই পাত্তা দিইনি আমরা।” পারেদেস জানিয়েছেন, ফাইনালে হারের ক্ষত শুকোতে অনেক দিন সময় লাগবে তাঁদের। বলেছেন, “যে ধাক্কা আমরা খেয়েছি তা কাটতে অনেক সময় লাগবে। আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি। কিন্তু ফাইনালে হারের ব্যথা আমাদের মধ্যে অনেক দিন থাকবে।

দাবার ছকেও ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া! ফিডের সভাপতিত্ব ছাড়লেন দভোরকোভিচ, দায়িত্বে আনন্দ

এবার দাবার ছকেও ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া! ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার জেরে ফিডের বর্তমান সভাপতি আর্কাদি দভোরকোভিচ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব নিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাঁচবারের কিংবদন্তি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আনন্দ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। এটা ইইউ-র ২১তম নিষেধাজ্ঞা। এতে নতুন করে ৪৮ জন ব্যক্তি ও ১৭০টি সংস্থা-সহ মোট ২১৮ জনের নাম যুক্ত। যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞার তালিকা এটি। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পত্তিও জব্দ করা হতে পারে। পাশাপাশি তাঁরা আর্থিক সহায়তা পাওয়া থেকে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নাম আসার পর দভোরকোভিচ এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা অবৈধ ও অন্যায়। তিনি আইনি পথে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছেন। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৮ সাল থেকে ফিডের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এই দভোরকোভিচ। ইইউ-র নিষেধাজ্ঞার জেরে আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার এখন অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন আনন্দ।

দায়িত্ব নেওয়ার পর আনন্দ এক্সে লিখেছেন, ‘আর্কাদি দভোরকোভিচ সাময়িকভাবে সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাই ফিডের নিয়ম অনুযায়ী আমি অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি। আর্কাদিকে ধন্যবাদ। আমার লক্ষ্য থাকবে ফিডের কাজ যেন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। বিশ্বের দাবা পরিবারকে সেবা করার জন্যই কাজ করব। আর্কাদি একটি শক্তিশালী দল তৈরি করেছেন। সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন আমাদের সবার দায়িত্ব।’ প্রসঙ্গত, ইইউ-র অভিযোগ, ফিডের সভাপতি হিসাবে দভোরকোভিচ নিজের পদের অপব্যবহার করে রাশিয়ার স্বার্থকে সমর্থন করেছেন। তাঁর আগের রাজনৈতিক ভূমিকা, রাশিয়ার সমর্থনে ফিডের নির্বাচনে জয় এবং ইউক্রেনের দখল হওয়া কিছু এলাকা নিয়ে তাঁর অবস্থানের কারণেই তাঁর উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলায় সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ২৫ জুলাই : ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব উপলক্ষে আজ খয়েরপুরের চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। পুজো অর্চনা শেষে তিনি রাজ্যের সকল মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, খার্চি পূজা ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা বহন করে।

এদিন খার্চি পূজা ও মেলায় অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও মন্দিরে বিশেষ পুজো দিয়ে রাজ্যের শান্তি, উন্নয়ন ও সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ কামনা করেন।

নেতাজির নাম সরানো হচ্ছে না, হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের নাম নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জুলাই: রাজ্য হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন প্রচার সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর অভিযোগ, কিছু মহল ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আগরতলায় রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংগঠনিক কর্মশালার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতাজির নাম অপরিবর্তিত থাকবে। শুধুমাত্র চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রশাসনিক নিয়ম অনুসারে কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

নেতাজি সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে ডঃ মানিক সাহা বলেন, নামের সঙ্গে থাকা 'স্টেট' শব্দটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। কারণ, রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নামকরণে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সম্পূর্ণভাবে বহাল থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এটিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। এটি সঠিক নয়। যেমন আমরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতাল বলি, অথবা ডেন্টাল কলেজের নামকরণের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নেতাজির নাম আগের মতোই থাকবে।

তিনি জানান, নতুন নামকরণ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির সরকারি নাম হবে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড নেতাজি সুভাষ বোস হাসপাতাল।

নিট দুর্নীতি ইস্যুতে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সার্কিট হাউসে ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে দেশজুড়ে চলা ছাত্র আন্দোলনের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শনিবার পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই আগরতলার সার্কিট হাউস চত্বরে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। অনেকেই একে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁদের মূল দাবি ছিল পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ জানান, শুধুমাত্র শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগেই তাঁদের আন্দোলন শেষ হচ্ছে না। নিট-সহ বিভিন্ন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্থায়ী সংস্কারের দাবিতে তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের জেরে শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তিনি শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

আগরতলাতেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ, অবস্থান ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে আসছিল। শনিবার পদত্যাগের খবর সামনে আসার পর সার্কিট হাউস চত্বরে আন্দোলনকারীরা উল্লাস প্রকাশ করেন। তবে তাঁদের দাবি, পরীক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

নীট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ, মোদি-অমিত শাহ-ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ জুলাই: সর্বভারতীয় নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলো কংগ্রেস। শনিবার বিলোনিয়া শহরে দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল এবং কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা শহর।

শনিবার দুপুর প্রায় ১২টায় বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা দেবাশ্রুতি মজুমদার, দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশিস মজুমদার এবং কংগ্রেস ওবিসি সেলের সভাপতি গৌতম দেবনাথ-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

মিছিল চলাকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা কেলেঙ্কারি বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের দমনমূলক মনোভাবেরও তীব্র সমালোচনা করেন তারা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।

মিছিল শেষে বিলোনিয়া এক নম্বর টিলা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

কংগ্রেসের দাবি, নীট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার দায় এড়াতে পারে না। অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে দল।

তুইচাকমা-মহিরামপাড়া সড়কের বেহাল দশা, চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

আগরতলা, ২৫ জুলাই: ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত তুইচাকমা থেকে মহিরামপাড়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিদিন এই পথ দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে নিত্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী এবং যানবাহন চালকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাজুড়ে জল জমে গর্তগুলো আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এতে মোটরসাইকেল, অটোরিকশা ও অন্যান্য যানবাহন দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রোগী এবং কর্মজীবী মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে।

এলাকাবাসীর দাবি, বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাদের দাবি, জনস্বার্থে তুইচাকমা---মহিরামপাড়া সড়কটির দ্রুত সংস্কার করে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক।

রেললাইন বসে যাওয়ায় ব্যাহত রাজ্যের রেল পরিষেবা

আগরতলা, ২৫ জুলাই: নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের কাছে রেললাইনে বসে যাওয়ার সমস্যার কারণে লামডিং—বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এর জেরে ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। পাশাপাশি আগরতলাগামী একটি দূরপাল্লার ট্রেনকে যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের কাছে রেললাইনের লাইন-১ এবং লাইন-২-তে বসে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে।

সময়সূচির পরিবর্তন

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে লাইন-৩ দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাত ৭টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ওই অংশ দিয়ে য রেললাইন দ্রুত মেরামতের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, রেলকর্মী এবং ভারী যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক রেল পরিষেবা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছোত্রীবাহী ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের বেলায় নিয়ন্ত্রিত গতিতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে।

এই সমস্যার কারণে ত্রিপুরাগামী ও ত্রিপুরা থেকে ছেড়ে যাওয়া একাধিক ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ১৫৬৫০ নারাঙ্গী—আগরতলা এক্সপ্রেস (২৫ ও ২৬ জুলাই যাত্রার জন্য) নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৯ আগরতলা—নারাঙ্গী এক্সপ্রেস (২৫ ও ২৬ জুলাই) রাত ১১টায় ছাড়বে। ট্রেন নম্বর ১৫৬২৬ আগরতলা—দেওঘর এক্সপ্রেস (২৫ জুলাই) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। বিশেষ ট্রেন নম্বর ০১৬৬৬ আগরতলা—রানি কমলাপতি স্পেশাল (২৬ জুলাই) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। এছাড়াও ট্রেন নম্বর ১২৫০৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু—আগরতলা এক্সপ্রেস, যা ২৪ জুলাই যাত্রা শুরু করেছে, সেটিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন দ্রুত মেরামতের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, রেলকর্মী এবং ভারী যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক রেল পরিষেবা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সিপাহীজলা জেলা কমিটি গঠন

বিশ্রামগঞ্জ, ২৫ জুলাই: ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সিপাহীজলা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে বিশ্রামগঞ্জ মোটরস্ট্যান্ড হলঘরে আয়োজিত সাধারণ সভায় জেলার সদস্য সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সংগঠনের প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিজয় পাল এবং সম্পাদক সুনীল দেবনাথ। এছাড়াও জেলার সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন সমীর ভৌমিক, দেবাশীষ দত্ত, অভিজিৎ বর্ধন, নরেশ দাস, লক্ষ্মণ দেববর্মা প্রমুখ।

বক্তারা সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখা, পারস্পরিক সমন্বয় এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ১৫ সদস্যের সিপাহীজলা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দেবাশীষ দত্ত। সহসভাপতি পদে রয়েছেন শিবচরণ দেববর্মা ও অলক আহমেদ চৌধুরী। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন হারাধন দেবনাথ। সহসম্পাদক নরেশ দাস এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জীবন সাহা। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জ্যোতির্ময় সাহা, ভবতোষ ঘোষ, সমীর ভৌমিক, সুমিত দেববর্মা, বিশ্বজিৎ লস্কর, অভিজিৎ বর্ধন, জহিরুল ইসলাম, লক্ষ্মণ দেববর্মা ও শ্যামলী দেববর্মা।

নবনির্বাচিত সম্পাদক হারাধন দেবনাথ সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, আগামী মাসেই জম্পুইজলায় জেলা ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যু: হাইকোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি মানিক সরকারের

আগরতলা, ২৫ জুলাই: প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

তিনি দাবি করেছেন, তদন্ত যেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের কোনও বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, ঘটনার পর হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়েই আমরা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম। আমাদের দাবি ছিল, ত্রিপুরা হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত করা হোক। অনুরাগের অস্বাভাবিক মৃত্যু সত্যিই অবিশ্বাস্য।

অনুরাগ ধনকরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মসূত্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মানিক সরকার জানান, প্রায় দুই দশকের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ধনকরকে কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, ধনকর এসডিপিও পদ থেকে ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর তিনি রাজ্যের ডিজিপি হন।

রাজ্যের গত আট থেকে দশ মাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রসঙ্গ তুলে মানিক সরকার বলেন, পুলিশের উপর সাধারণ মানুষের চাপ ক্রমশ বেড়েছিল। ডিজিপি হিসেবে অনুরাগ ধনকর পরিস্থিতি সামাল দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এর জেরে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তৈরি হয়ে থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

মানিক সরকারের কথায়, এই পরিস্থিতিতে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে আলাদা করে দেখা যায় না। প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার এমন কমিটি গঠনের অধিকার রাখে, তবে অনুরাগ ধনকরের মতো একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর তদন্তের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, হাইকোর্টের বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্তের যে দাবি বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে, তা সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। এতে মানুষের মনে আরও প্রশ্ন বাড়ছে।

ধর্মনগরে ছাত্রদের ওপর হামলার অভিযোগ, কংগ্রেস ভবনে আশ্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে দিল্লিতে ছাত্রদের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত এক বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অভিযোগ, প্রতিবাদ চলাকালীন একদল দুষ্কৃতিকারী তাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়।

অভিযোগ, হামলার পর নিরাপত্তার স্বার্থে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ছাত্ররা ধর্মনগরের কংগ্রেস ভবনে আশ্রয় নেন। এ সময় কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি দিগ্বিজয় চক্রবর্তী তাঁদের সহযোগিতা করেন এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খার্চি পূজা উপলক্ষে ২৯ বছর ধরে কুমার পূজার আয়োজন শান্তি কালী সেবাশ্রমের

আগরতলা, ২৫ জুলাই: ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী সাত দিনব্যাপী খার্চি পূজা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও কুমার পূজার আয়োজন করল শান্তি কালী সেবাশ্রম অল ত্রিপুরা কমিটি।

ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান উৎসব খার্চি পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর পুরাতন আগরতলার ১৪ দেবতা মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রীতি হলো কুমার পূজা। জগতের মঙ্গল ও শান্তি কামনায় খার্চি পূজার সময় এই বিশেষ পূজায় অংশ নেয় শান্তি কালী সেবাশ্রম অল ত্রিপুরা কমিটি।

জানা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে কুমার পূজার আয়োজন করে আসছে এই সংগঠন। এই পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলোপূজার সমস্ত আয়োজন ও ধর্মীয় কার্যক্রম অবিবাহিত যুবকদের অর্থাৎ কুমারদের দ্বারাই সম্পন্ন করা হয়।

এবছর ১৪ দেবতা মন্দিরে খার্চি পূজা উপলক্ষে শান্তি কালী সেবাশ্রম অল ত্রিপুরা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কুমার পূজায় মোট ২১ জন কুমার অংশগ্রহণ করেন।

কুমার পূজার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানান পুরাতন আগরতলা ১৪ দেবতা মন্দিরস্থিত শান্তি কালী সেবাশ্রমের মহারাজ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তি কালী সেবাশ্রম অল ত্রিপুরা কমিটির মহারাজ, ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি ও সম্পাদকসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিবছরের মতো এবছরও শান্তি কালী সেবাশ্রমের এই উদ্যোগ ভক্তদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

শংকরপুর এলাকার উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

আগরতলা, ২৫ জুলাই: জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকার শংকরপুর অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে শনিবার মহুরীপুর আর.এফ. গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, জনপরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোগত চাহিদা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। এ সময় এলাকার মানুষের বিভিন্ন দাবি, সমস্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব শোনেন তিনি। মন্ত্রী জানান, জনগণের প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শংকরপুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় ছড়া থেকে উদ্ধার মানব কঙ্কাল চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে

আগরতলা, ২৫ জুলাই: ধলাই জেলার আমবাসার নতুন পল্লী এলাকায় একটি ছড়া থেকে মানব কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নতুন পল্লী এলাকার চান্দ্রাই ছড়া সংলগ্ন একটি জমিতে কাজ করার সময় শ্রমিকদের নজরে আসে কঙ্কালটি। পরে বিষয়টি জমির মালিক খগেশ দেবনাথকে জানানো হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমবাসা থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নন্দন দাস। পরে বিষয়টি মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে জানানো হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কিশোর উঁচুই।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিদ্যালয়, রাইস মিল, পাম অয়েল গাছের বাগান পরিদর্শনে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ জুলাই : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ ধর্মনগরের যুবরাজনগর ব্লকে উপ্তাখালি এসবি স্কুল, এগ্রোট্যাক মর্ডান রাইস মিল, পাম অয়েল গাছের বাগান, একটি শূকর পালন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি স্থানীয় কৃষক এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

ধর্মনগর সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ রাজ্যপাল প্রথমে পুরনো জেল প্রাঙ্গনে জেল ক্যাফে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জেলখানাটির মূল কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেন। এরপর রাজ্যপাল যুবরাজনগর ব্লকে উপ্তাখালি এসবি স্কুল পরিদর্শন করেন। সেখানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকাবাসী রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রবীণ বন-এর রাজ্যপাল একটি চারা গাছ রোপন করেন। রাজপাল ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পঠন-পাঠনের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আরও ভালকরে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহিত করেন। গ্রামগুলিকে মাদকাশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য এলাকাবসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানান। রাজ্যপাল স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। এই এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের বিষয়ে তিনি বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন।

এরপর রাজ্যপাল এই ব্লকের শ্রীপুর গ্রামপঞ্চায়েতে অবস্থিত এগ্রোট্যাক মর্ডান রাইস মিল পরিদর্শন করেন। তিনি ধান থেকে চাল উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে এবং চাল-এর স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে অবগত হন। রাজ্যপাল শ্রীপুর গ্রামপঞ্চায়েতেই অরূপ দাসের পাম অয়েল গাছের বাগান পরিদর্শন করেন। এই সময়ে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন ত্রিপুরা অয়েল পাম উৎপাদনে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।

চাম্পকনগরে এনএইচ০৮-এ আট ঘণ্টার যানজট, বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ যাত্রীদের

চাম্পকনগর, ২৫ জুলাই: অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক-এর নির্মাণাধীন অংশের বেহাল দশার কারণে শনিবার চাম্পকনগরের জামপুই চৌমুহনী এলাকায় চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। একটি লরি ভাঙাচোরা রাস্তার অংশে আটকে পড়ায় প্রায় আট ঘণ্টা ধরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এর জেরে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট তৈরি হয় এবং দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে।

দীর্ঘ সময় ধরে সড়ক অবরুদ্ধ থাকায় যাত্রী ও চালকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অনেককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়। কখন যানজট স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়েও কোনও স্পষ্ট তথ্য না থাকায় দুর্ভোগ আরও বাড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহন চালকদের অভিযোগ, রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং চার লেনের সড়ক নির্মাণকাজের ধীরগতির কারণেই বারবার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এক লরি চালক বলেন, "এটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। জাতীয় সড়কের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে। ভারী যানবাহন আটকে পড়লেই হাজার হাজার মানুষ সমস্যায় পড়েন।"

শনিবারের এই ঘটনা ফের একবার ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল চিত্র তুলে ধরেছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করার পাশাপাশি রাস্তার নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

যাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চলা নির্মাণ বিলম্ব ও রাস্তার অব্যবস্থাপনার কারণে জাতীয় সড়ক-৮ এখন প্রতিদিনের যাতায়াতকারীদের জন্য ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতেও এমন যানজট ও দুর্ভোগের ঘটনা বারবার ঘটতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas